Contents

শিশুদের আদর্শ নাম

আক্বীক্বাহ্

বাংলায় প্রচলিত ইসলামী শব্দার্থ

হাফিয মুহাম্মাদ আইয়ূব বিন ইদু মিয়া

আরিফ আরাফাত আসাদ প্রকাশনী ঢাকা

শিশুদের আদর্শ নাম, 'আক্বীক্বাহ্ ও বাংলায় প্রচলিত ইসলামী শব্দার্থ

হাফিয মুহাম্মাদ আইয়ূব বিন ইদু মিয়া

প্রকাশক : মুহাম্মাদ আলী

প্রথম প্রকাশ : ডিসেম্বর ২০০১ ঈসায়ী
দ্বিতীয় প্রকাশ : মে ২০১১ ঈসায়ী

পরিবেশক : আরিফ আরাফাত আসাদ প্রকাশনী ঢাকা

কম্পিউটার কম্পোজ :
এ আর এন্টারপ্রাইজ
৩২, হাজী আবদুল্লাহ সরকার লেন, বংশাল, ঢাকা।
ফোন : ০২-৯৫১২৮০৯, মোবাইল : ০১৭১১৯০৬২৭৮, ০১৯১৫২২৬০০০
E-mail : arenterprisee@yahoo.com

বিনিময় : ৪৫/- (পঁয়তাল্লিশ টাকা মাত্র)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

প্রথম কথা : সকল প্রশংসা একমাত্র মহান রব্বুল 'আলামীনের জন্য এবং লক্ষ কোটি দরূদ ও সালাম রসূল ﷺ-এর প্রতি। ইসলাম একটি পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা। এতে জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সকল কাজের নির্ভুল দিক নির্দেশনা রয়েছে। একজন মুসলিম তার জীবনের সকল কাজ ইসলামের বিধি-বিধান মুতাবিক পরিচালিত করতে বাধ্য। খেয়াল খুশি বা ইসলাম বহির্ভূত কোন নিয়ম কানুন সে গ্রহণ করতে পারে না। বর্তমানে মুসলিমদের মাঝে অজ্ঞতা ও বিজাতীয় রীতিনীতির অনুসরণ ও অনুকরণের প্রভাব ব্যাপক। অধিকাংশ মুসলিমই ইসলাম মানার ক্ষেত্রে কিছু সামাজিকতা ছাড়া অন্যান্য ক্ষেত্রে চরম উদাসীন। বিখ্যাত সহাবী আবূ হুরাইরাহ্ (রাযি.) বলেন, প্রত্যেক সন্তানই ইসলামের প্রকৃতির উপর ভূমিষ্ঠ হয়। অতঃপর তার মা-বাবা তাকে ইয়াহূদী বানায় কিংবা খৃষ্টান তৈরি করে অথবা অগ্নিপূজকে পরিণত করে। (বুখারী ও মুসলিম)

তাই প্রতিটি মুসলিম শিশু জন্মের পর থেকে ইসলামী রীতিনীতিতে তাদের লালিত-পালিত করা অভিভাবকদের দায়িত্ব। কিন্তু অধিকাংশ অভিভাবকই শিশুদের জন্মের পর 'আক্বীক্বাহ্ দেয়া ছাড়া অন্যান্য নিয়ম-কানুন মেনে চলে না। আবার অনেকে 'আক্বীক্বাহ্ দিতেও কার্পণ্য করে। শিশুদের ইসলামী বা অর্থবহ নাম রাখা জরুরী হওয়া সত্ত্বেও বিজাতীয় নাম, আঞ্চলিক নাম, অর্থহীন ও ত্রুটিযুক্ত নাম অহরহ রাখছে। এসব অভিভাবকরা ইসলামী সুন্দর নাম সম্পর্কে অজ্ঞ থাকা সত্ত্বেও 'আলিম বা জ্ঞানীদের কাছ থেকে জানারও চেষ্টা করে না।। অথচ আল্ল-হ বলেন, "ইসলাম ছাড়া অন্য কোন নিয়মনীতি গ্রহণ করা হবে না অন্য কিছু গ্রহণ করলে সে হবে ক্ষতিগ্রস্ত।" (সূরাহ আ-লি 'ইমরান, ৮৫)

আর রসূল ﷺ বলেন : যে অন্য জাতির অনুসরণ করল সে তাদের সাথে ক্বিয়ামাতের মাঠে উঠবে- (আবূ দাউদ)। তাই খেয়াল খায়েশ অনুসারে নয়, সকল কিছুই ইসলামী রীতিতে করতে হবে।

ইসলামী জীবন যাপন করতে হলে দ্বীনকে জানতে হবে। আর এ জন্যই প্রতিটি নর-নারীর উপর জ্ঞান অর্জন করা ফারয। মানুষ সাধারণত ধর্মীয় আলোচনা ও ধর্মীয় বই-পুস্তক পড়ে ইসলাম সম্পর্কে পরিচালিত হচ্ছে। মানুষের মাঝে ইসলামকে জানার আগ্রহ প্রবল হওয়া সত্ত্বেও মানার ক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়ার কারণ কি? আমি মনে করি, এর অন্যতম কারণ হচ্ছে প্রচলিত শত শত ইসলামী শব্দের অর্থ না জানা। তাই তো লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, অধিকাংশ মানুষই আলোচনা শুনে বা বই পড়ে ইসলামকে সঠিকভাবে বুঝতে পারছে না। ইসলামী শব্দের অর্থ না জানার কারণে অনেকেই হতাশ হয় এবং উৎসাহও হারিয়ে ফেলে। তাই সাধারণ মানুষের প্রচলিত ইসলামী শব্দসমূহের অর্থ জানা জরুরী। আর এ বিষয়ে প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে সাধারণ মানুষকে সচেতন করার ও ইসলাম সম্পর্কে জানার, বুঝার ও মানার আগ্রহ সৃষ্টি করার লক্ষ্যে "শিশুদের আদর্শ নাম, 'আক্বীক্বাহ্ ও বাংলায় প্রচলিত ইসলামী শব্দার্থ" নামক পুস্তকে প্রচলিত ইসলামী শব্দের আভিধানিক অর্থ ও অতি জরুরী শব্দসমূহের পারিভাষিক অর্থ তুলে ধরেছি। আশা করি ইনশা-আল্ল-হ, এ পুস্তক সর্বসাধারণের ব্যাপক উপকার সাধন হবে।

পরিশেষে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছি এ পুস্তক লিখতে যেয়ে যে সব মনীষীদের গ্রন্থ থেকে সহযোগিতা নেয়া হয়েছে এবং আহলে হাদীস লাইব্রেরী ঢাকা'র বিশাল গ্রন্থ ভাণ্ডারের ও আমার সাথী বংশাল নিবাসী **মুহাম্মাদ সাকিব ও রানার** প্রতি। এ বইটিতে কোন ভুল-ত্রুটি পরিলক্ষিত হলে আমাদের জানাবেন। ইনশা-আল্ল-হ, পরবর্তী সংস্করণে সংশোধন করা হবে।

বিনীত

মুহাম্মাদ আইয়ুব বিন ইদু মিয়া

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ

অভিমত

মাদরাসা মুহাম্মাদীয়া 'আরাবিয়্যাহ যাত্রাবাড়ী-এর ভারপ্রাপ্ত প্রিন্সিপ্যাল শাইখুল হাদীস আহমাদুল্লাহ রাহমানী নাসিরাবাদী (রহ.) সাহেব বলেন :

মানুষ আশরাফুল মাখলুকাত বা সৃষ্টির সেরা। তার নামও সেরা, পূর্ণ অর্থবোধক এবং সুন্দর হওয়া চাই। নাবী মুস্তফা ﷺ সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার সপ্তম দিবসে ভাল নাম রাখতে ও 'আক্বীক্বাহ্ করতে আদেশ করেছেন। এ হাদীস দ্বারা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, প্রতিটি সন্তানের 'আক্বীক্বাহ্ দেয়া ও তাদের ভাল নাম রাখা অভিভাবকের বিশেষ দায়িত্ব। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, তথাকথিত আধুনিকতার অশুভ সয়লাবে এবং ইসলাম বিবর্জিত পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতার প্রভাবে বর্তমান যামানায় মুসলিমগণের মন মানসিকতা এমন অধঃপতন হয়েছে যে, যেন তাদের মুসলমানী স্বাতন্ত্রবোধ বিলুপ্ত হয়ে গেছে।

মুসলিমদের পরিচিতির নিদর্শন অর্থাৎ সন্তানের নামকরণে তারা নিজেদের ধর্মীয় বৈশিষ্ট বজায় রাখার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে না। মুসলিমগণ নিজেদের ছেলে-মেয়েদের নাম রাখার ব্যাপারেও আজ চরম বিভ্রান্তির শিকার। মনে হয় তারা যেন ইসলামী সুন্দর নাম খুঁজেও পান না।

আর ধর্মীয় বই-পুস্তক ও আলোচনায় অনেক ইসলামী শব্দ ব্যবহৃত হয় যেগুলোর অধিকাংশ অর্থ অনেকেই অজানা। এজন্য সাধারণ মানুষ অনেক কিছুই বুঝতে ব্যর্থ হচ্ছে। এ অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রেখে তরুণ উদ্যোমী হাফিয মুহাম্মাদ আইয়ূব সাহেব "শিশুদের আদর্শ নাম, 'আক্বীক্বাহ্ ও বাংলায় প্রচলিত ইসলামী শব্দার্থ" নামক বইটি অনেক পরিশ্রম ও সাধনার পর লিপিবদ্ধ কর সমাজে প্রচার ও প্রকাশ করতে সমর্থ হয়েছেন। আমি তা অনেকাংশে পাঠ করেছি। সে অবশ্যই মুবারকবাদ পাবার যোগ্য। আমি তার সর্বাঙ্গীন কুশল কামনা করি। আল্ল-হ তা'আলা তাকে আরো তাওফীক দিন, তার হায়াত দারাজ করুন এবং দীনের খিদমাত আঞ্জাম দেবার উৎসাহ ও উদ্দীপনা বাড়িয়ে দিন। আমীন!

(আহমাদুল্লাহ রাহমানী নাসিরাবাদী)

সূচীপত্র

শিশু ভূমিষ্ঠ হবার পর করণীয়	৬
শিশুদের তাহনীক করার উপকারিতা	৬
শিশুর নাম কখন রাখতে হবে	৭
শিশুদের নাম কেমন হবে	৭
'আক্বীক্বাহ্ অর্থ	৭
'আক্বীক্বাহর গুরুত্ব	৭
'আক্বীক্বাহ্ কখন এবং কোন ধরনের পশু দিয়ে দিতে হবে	৭
পশুর গুণাগুণ	৮
'আক্বীক্বাহ্র সুন্নাতী সময়	৮
'আক্বীক্বাহ্ কে দিবে এবং কয়টি	৮
'আক্বীক্বাহ্র পশু যাবাহ্ করার নিয়ম ও দু'আ	৯
'আক্বীক্বাহ্র দিন করণীয়	৯
'আক্বীক্বাহ্ গোশ্ত খাওয়া বিতরণ ও চামড়া সম্পর্কিত	১০
'আক্বীক্বাহ্ দেয়ার সময়ের আগে বা পরে শিশু মারা গেলে করণীয়	১০
'আক্বীক্বাহ্র ভাগাভাগি	১০
নির্দিষ্ট সময়ে কারো 'আক্বীক্বাহ্ না হলে তার বিধান	১১
নাম প্রসঙ্গ	১২
নামের গুরুত্ব ও তাৎপর্য	১২
ইসলামী ও অর্থপূর্ণ নাম রাখা কেন জরুরী	১২
কোন্ ধরনের নাম রাখতে হবে	১৩
যে ধরনের নাম রাখা নিষিদ্ধ	১৩
ত্রুটিযুক্ত, ব্যঙ্গ ও বিকৃত নাম পরিহার ও পরিবর্তন করতে হবে	১৪
ভাল ও মন্দ নামের প্রভাব	১৬
ইসলামী নামের শ্রেণী বিভাগ	১৭
বংশসূচক নাম	১৭
সম্বন্ধসূচক নাম	১৭
উপাধি	১৭
উপনাম	১৭
আদর্শ নামের তালিকা	১৮
আল্ল-হ তা'আলার নিরানব্বইটি নাম	১৮
নাবী-রসূলদের নামসমূহ	২০
রসূলুল্ল-হ ﷺ-এর নামসমূহ	২০
জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত দশজন সহাবাদের নাম	২১
রসূলুল্ল-হ ﷺ-এর স্ত্রীদের নাম	২১
রসূল ﷺ-এর ছেলে ও মেয়েদের নাম .	২১
কয়েকজন সহাবার নাম	২১
কয়েকজন মহিলা সহাবার নাম	২২
কয়েকজন তাবিঈর নাম	২২
আল্ল-হর নামের সাথে যোগ করে নাম	২৩
'দীন' শব্দ যোগ করে নাম	২৩
ইসলাম শব্দ যোগ করে নাম	২৪
'রহমান' শব্দ যোগ করে নাম	২৪
'আলম' শব্দ যোগ করে নাম	২৫
'হাক্ব' শব্দ যোগ করে নাম	২৫
'বারী' শব্দ যোগ করে নাম	২৬
বাংলা অক্ষর ক্রমানুসারে ছেলে ও মেয়েদের নামের তালিকা	২৬
ছেলেদের নাম- আ	২৬
মেয়েদের নাম- আ	২৭
ছেলে- ই, ঈ, উ	২৮

Contents

মেয়ে- ই, উ	২৮
ছেলে- ও	২৮
মেয়ে- ও	২৯
ছেলে- ক	২৯
মেয়ে- ক	২৯
ছেলে- খ	২৯
মেয়ে- খ	২৯
ছেলে- গ	২৯
মেয়ে- গ	৩০
ছেলে- জ, য	৩০
মেয়ে- জ, য	৩০
ছেলে- ত	৩০
মেয়ে- ত	৩১
ছেলে- দ	৩১
মেয়ে- দ	৩১
ছেলে- ন	৩১
মেয়ে- ন	৩১
ছেলে- ফ	৩২
মেয়ে- ফ	৩২
ছেলে- ব	৩৩
মেয়ে- ব	৩৩
ছেলে- ম	৩৩
মেয়ে- ম	৩৪
ছেলে - র	৩৫
মেয়ে- র	৩৫
ছেলে- ল	৩৬
মেয়ে- ল	৩৬
ছেলে- শ	৩৬
মেয়ে- শ	৩৬
ছেলে- স	৩৬
মেয়ে- স	৩৭
ছেলে- হ	৩৮
মেয়ে- হ	৩৮
বাংলায় প্রচলিত ইসলামী শব্দার্থ	৩৯
অ, আ	৩৯
ই	৪০
ঈ	৪০
উ	৪১
ও	৪১
ক	৪১
খ	৪২
গ	৪২
জ	৪২
ত	৪৩
দ	৪৩
ন	৪৪
ফ	৪৪
ব	৪৫
ম	৪৫
য	৪৬
র	৪৬
ল	৪৬
শ	৪৭
স	৪৭
হ	৪৭

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

শিশু ভূমিষ্ঠ হবার পর করণীয় : সদ্য ভূমিষ্ঠ শিশুকে প্রথমে পাকসাফ করতে হবে এবং সকল নবজাত শিশুর ডান কানে আযান ও বাম কানে ইক্বামাত দিতে হবে। এ সম্পর্কে হাদীসে এসেছে যে, সহাবী আবূ রাফি' (রাযি.) বলেন, ফাতিমাহ্ (রাযি.) যখন 'আলী (রাযি.)-এর পুত্র হাসানকে জন্ম দেন তখন আমি রসূলুল্ল-হ ﷺ-কে হাসানের কানে সলাতের ন্যায় (সলাতের মত) আযান দিতে দেখেছি- (তিরমিযী, ই. সে. ৩য় খণ্ড, হাঃ ১৪৫৮; মিশকাত- নূর মোহাম্মদ আজমী, ৯ম খণ্ড, হাঃ ৩৯৭৮)। হাসান (রাযি.) বলেন, রসূলুল্ল-হ ﷺ বলেছেন : যার কোন সন্তান জন্মগ্রহণ করল। অতঃপর সে ঐ শিশুর ডান কানে আযান এবং বাম কানে ইক্বামাত দিল তাকে উম্মুস সিবয়্যা-ন্ (নামক শাইত্বন) কোন ক্ষতি করতে পারবে না। (আবূ ইয়ালা, মাজমাউয্ যাওয়ায়িদ ৪র্থ খণ্ড, ৫৯ পৃষ্ঠা; বাইহাকী ৯ম খণ্ড, ৩০৫ পৃষ্ঠা, বরাতে 'আক্বীক্বাহ ও নাম রাখা ৩১ পৃষ্ঠা)

'উমার ইবনু 'আবদুল 'আযীয (রহ.) নবজাত শিশুর ডান কানে আযান ও বাম কানে ইক্বামাত দিতেন। (তুহফাতুল আহওয়াযী ৫ম খণ্ড ১০৭ পৃষ্ঠা)

শিশুদের তাহনীক করার উপকারিতা : নবজাত শিশুকে পরিষ্কার করে আযান ও ইক্বামাত দেয়ার পর করণীয় সম্পর্কে 'আয়িশাহ্ (রাযি.) হতে বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্ল-হ ﷺ-এর কাছে নবজাত শিশুদের আনা হত, তিনি তাদের কল্যাণের জন্য দু'আ করতেন এবং তাদেরকে তাহনীক করতেন- (মিশকাত হাঃ ৩৯৭১)। তাহনীক অর্থ হলো কোন পরহেযগার ও মুত্তাক্বী লোকের দ্বারা খেজুর চিবিয়ে শিশুর গালের তালুতে দিয়ে দু'আ করে নেয়া।

এ প্রসঙ্গে আবূ মূসা আ'শআরী (রাযি.) বর্ণনা করেছেন, আমার একটি ছেলে জন্ম হলো। আমি তাকে নিয়ে নাবী ﷺ-এর খিদমাতে হাজির হলাম। তিনি তার নাম রাখলেন ইবরাহীম এবং একটি খুরমা চিবিয়ে দিলেন। অতঃপর তার বারাকাতের জন্য দু'আ করলেন। এরপর আমার নিকট দিয়ে দিলেন। (বুখারী- আধুনিক প্রকাশনী, ৫ম খণ্ড, হাঃ ৫০৬২)

হাফিয ইবনু হাজার আসকালানী (রহ.) বলেন, খেজুর না পেলে মৌমাছির মধু দ্বারা তাহনীক করা উত্তম। তা না পেলে আগুন স্পর্শ না করা জিনিস উত্তম।

(ফাতহুল বারী ৯ম খণ্ড, ৫৮৮ পৃষ্ঠা)

অতএব রসূল ﷺ যেহেতু তাহনীক করতেন সেহেতু তাহনীক করা সুন্নাত। অবশ্যই প্রত্যেক সুন্নাতে হিক্বমাত রয়েছে তা পালন করলে দুন্ইয়া ও আখিরাতে কল্যাণ হবে। তাহনীক সম্পর্কে আধুনিক বিজ্ঞানীরা বলেন, সদ্যপ্রসূত শিশুকে মিষ্টি জাতীয় খাবার খাওয়ালে তার পাকযন্ত্রে রাসায়নিক প্রক্রিয়া ভাল হয়।

(ইসলামে নামকরণের পদ্ধতি, ৩৬-৩৭ পৃষ্ঠা)

শিশুর নাম কখন রাখতে হবে : আবূ মূসা আশ'আরী (রাযি.) বলেন, আমার একটি সন্তান জন্ম হলো। আমি তাকে নিয়ে নাবী ﷺ-এর খিদমাতে হাজির হলাম। তিনি তার নাম রাখলেন ইবরাহীম- (বুখারী, আধুনিক প্রকাশনী ৫ম খণ্ড, হাঃ ৫০৬২)। শিশু জন্ম হবার পরই তার নাম রাখা যাবে এবং সাত দিন পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে না- (ফাতহুল বারী ৯ম খণ্ড, ৫৮৯ পৃষ্ঠা)। যদিও 'আক্বীক্বাহ্ সপ্তম দিনে হবে এবং পশু যাবাহের সময় ঐ নামটা বলতে হবে। ইমাম বাইহাকী বলেন, জন্মের পরই শিশুর নাম রাখা সংক্রান্ত হাদীসগুলো তার সপ্তম দিনে নাম রাখা সংক্রান্ত হাদীসসমূহের চেয়ে অধিক সঠিক- (ঐ)। তাড়াতাড়ি শিশুর নামকরণ হলে চেনা ও ডাকা সুবিধা।

শিশুদের নাম কেমন হবে : আবূ দারদা (রাযি.) বলেন, রসূলুল্ল-হ বলেছেন : নিশ্চয় তোমাদেরকে ক্বিয়ামাতের দিন তোমাদের নাম এবং তোমাদের পিতাদের নাম ধরে ডাকা হবে। অতএব তোমরা নিজেদের ভাল নাম রাখবে। (আবূ দাউদ, মিশকাত হাঃ ৪৫৬১)

ইবনু 'উমারের বর্ণনায় রসূলুল্ল-হ ﷺ বলেন : আল্ল-হর নিকট সবচেয়ে পছন্দনীয় তোমাদের নাম 'আবদুল্লাহ ও 'আবদুর রহমান। (মুসলিম, মিশকাত ৯ম খণ্ড, হাঃ ৪৫৭৩)

শিশুদের নাম রাখা সংক্রান্ত বিস্তারিত লেখা সামনে আছে।

'আক্বীক্বাহ প্রসঙ্গ

'আক্বীক্বাহ্ অর্থ : শিশু জন্মের পর সপ্তম দিবসে নামকরণ ও মাথার চুল মুড়ানো উপলক্ষে পশু কুরবানীর নাম আক্বীক্বাহ্। (ইসলামী বিশ্বকোষ ১ম খণ্ড, ১০০ পৃষ্ঠা)

'আক্বীক্বাহর গুরুত্ব : সালমান ইবনু আমির দাব্বী (রাযি.) বর্ণনা করেছেন, আমি রসূলুল্ল-হ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, ছেলের 'আক্বীক্বাহ্ করা আবশ্যক। অতঃপর তোমরা তার পক্ষ হতে রক্ত প্রবাহিত কর অর্থাৎ জানোয়ার যাবাহ্ কর এবং তার থেকে কষ্ট দূর কর- (বুখারী আধুঃ প্রকাঃ ৫ম খণ্ড হা: ৫০৬৬)। ইউসুফ ইবনু মাহাক (রাযি.) থেকে বর্ণিত তারা কয়েকজন মিলে 'আবদুর রহমানের কন্যা হাফসার কাছে গেলেন। তারা তাকে 'আক্বীক্বাহ্ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি তাদেরকে অবহিত করেন যে, 'আয়িশাহ্ (রাযি.) তাকে জানিয়েছেন যে, রসূল ﷺ তাদেরকে পুত্র সন্তানের পক্ষ থেকে সমবয়সী ২টি বকরী 'আক্বীক্বাহ্ দিতে নির্দেশ দিয়েছেন- (তিরমিযী বাংলাদেশ ইসলামী সেন্টার, ৩য় খণ্ড, হা: ১৪৫৫)। সালমান ইবনু আমির দাব্বী (রাযি.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূল ﷺ বলেছেন : প্রত্যেক শিশুর পক্ষ থেকে আক্বীক্বাহ্ করা প্রয়োজন। অতএব তোমরা তার পক্ষ থেকে রক্ত প্রবাহিত কর (পশু যাবাহ্ কর) এবং তার থেকে ময়লা বা কষ্টদায়ক বস্তু (যেমন চুল) দূর কর। (তিরমিযী ঐ, হাঃ ১৪৫৭)

'আক্বীক্বাহ্ কখন এবং কোন ধরনের পশু দিয়ে দিতে হবে : সামুরাহ্ (রাযি.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্ল-হ ﷺ বলেছেন : প্রত্যেক শিশু তার

'আক্বীক্বাহ্‌র সাথে বন্ধক (দায়বদ্ধ) থাকে। জন্মের সপ্তম দিনে তার পক্ষ থেকে যাবাহ্ করতে হবে, তার নাম রাখতে হবে এবং তার মাথা কামাতে হবে- (তিরমিযী ঐ, হাঃ ১৪৬৪)। 'আয়িশাহ্ (রাযি.) বলেন, 'আক্বীক্বাহ্ হবে সপ্তম দিনে। তা যদি না হয় তাহলে চৌদ্দ দিনে। তাও যদি না হয় তাহলে একুশ দিনে- (মুসতাদরকে হা-কিম ৪র্থ খণ্ড, ২৩৯ পৃষ্ঠা)। ইমাম তিরমিযী (রহ.) বলেন, বিশেষজ্ঞ 'আলিমগণ এ হাদীস অনুযায়ী 'আমাল করেছেন। তাদের মতে শিশুর জন্মের সপ্তম দিনে তার পক্ষ থেকে 'আক্বীক্বাহ্ করা মুস্তাহাব, সপ্তম দিনে সম্ভব না হলে চৌদ্দতম এবং সে তারিখও সম্ভব না হলে একুশ দিনে। তারা আরো বলেন, যে ধরনের বকরী কুরবানী করা জায়িয সে ধরনের বকরী দিয়ে 'আক্বীক্বাহ্ করাও জায়িয। (তিরমিযী ঐ, ১৩৫ পৃষ্ঠা)

পশুর গুণাগুণ : 'আক্বীক্বাহ্‌র পশু কুরবানীর পশুর মত। তাই আল্লামা ইবনু রুশ্‌দ বলেন, কুরবানীর পশু যেসব দোষ থেকে মুক্ত হবে 'আক্বীক্বাহ্‌র পশুর সেসব দোষ থেকে মুক্ত হওয়া উচিত। (বিদ'আতুল মুজতাহিদ)

'আক্বীক্বাহ্‌র সুন্নাতী সময় : রসূলুল্ল-হ ﷺ-এর 'আমাল দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, সপ্তম দিনটি অধিক উত্তম। কারণ, মা 'আয়িশাহ্ (রাযি.) বলেন : রসূলুল্ল-হ ﷺ হাসানের পক্ষ থেকে ২টি বকরী ও হুসাইনের পক্ষ থেকে ২টি বকরী 'আক্বীক্বাহ্ দেন। যা তিনি সপ্তম দিনে যাবাহ্ করেন। (মুসান্নাফ, 'আবদুর রায্‌যাক)

ইমাম মালিক (রহ.) বলেন, যেদিন সন্তান জন্মাবে সেদিনটি গণনা করা হবে না। তবে হ্যাঁ শিশুটি যদি ঐ দিনের ফাজ্‌রের আগে জন্মায় তাহলে ফাজ্‌রের পরের দিনটিও গণনা করা হবে। (তুহফাতুল মাউদূদ)

ইমাম শাফিঈ (রহ.) থেকেও এরূপ বর্ণিত আছে। (উমদাতুল ক্বারী)

ইমাম নাববী বলেন, সঠিক মতে জন্ম দিনটিও সাতদিনের মধ্যে গণ্য হবে। কোন শিশু যদি রাতে জন্ম হয় তাহলে ঐ রাতের পরই আসছে দিনটি গণ্য হবে। কিন্তু দিনের মাঝে সন্তান জন্মগ্রহণ করলে ঐ দিনটি গণনার মধ্যে আসবে না। (রাওযাতুত্ব ত্বালিবীন)

সারকথা, সূর্যাস্ত থেকে সূর্যোদয়ের মধ্যে কোন সন্তান জন্মগ্রহণ করলে সূর্যোদয়ের সাথে আসছে দিনটি সাত দিনের মধ্যে গণ্য হবে। কিন্তু সূর্যোদয়ের পর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সময়ের মধ্যে কোন ছেলে-মেয়ে জন্ম হলে ঐ দিন সাতদিনের মধ্যে গণ্য হবে না। সপ্তম দিনে সকাল, দুপুর, বিকেল যে কোন সময়েই দিলে চলবে। এর জন্য কোন নির্দিষ্ট সময় নেই। (সূত্র : শিশুদের 'আক্বীক্বাহ্ ও ইসলামী আনকমন নাম, ১২-১৩ পৃষ্ঠা)

'আক্বীক্বাহ্ কে দিবে এবং কয়টি : 'আম্‌র ইবনু শু'আইব তার পিতার মাধ্যমে তার দাদা হতে বর্ণনা করেন, রসূল ﷺ-কে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন : যার কোন সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়, আর সে তার পক্ষ হতে কোন পশু যাবাহ্ করতে চায়, তবে

সে যেন অবশ্যই ছেলের পক্ষ থেকে ২টি এবং মেয়ের পক্ষ থেকে ১টি বকরী যাবাহ্ করে- (মিশকাত এমদাদিয়া লাইব্রেরী ঢাকা, ৮ম খণ্ড, হাঃ ৩৯৭৭)। আল্লামা রাজী বলেন, এ হাদীসটি প্রমাণ করে যে, পিতারই দায়িত্ব সন্তানের 'আক্বীক্বাহ্ দেয়া।

কোন শিশুর পিতা যদি না থাকে তাহলে তার অভিভাবকই তার 'আক্বীক্বাহ্ দিবে। তাই ইমাম নাববী (রহ.) বলেন, সন্তানের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব যার উপর শুধুমাত্র সে ব্যক্তি 'আক্বীক্বাহ্ দিবে- (রওযাতুত ত্ব-লিবীন ৩য় খণ্ড, ২৩০ পৃষ্ঠা)। 'আয়িশাহ্ (রাযি.) বলেন, আমাদেরকে রসূলুল্ল-হ ﷺ ছেলের পক্ষ থেকে ২টি এবং মেয়ের পক্ষ থেকে ১টি বকরী 'আক্বীক্বাহ্ দেয়ার হুকুম দিয়েছেন- (তিরমিযী ৩য় খণ্ড, হাঃ ১৪৫৫)। তাই আক্বীক্বাহ্ দেয়ার দায়িত্ব শিশুর পিতা যদি না থাকে তাহলে তার অভিভাবককে দিতে হবে এবং ছেলের পক্ষ থেকে ২টি এবং মেয়ের পক্ষ থেকে ১টি বকরী 'আক্বীক্বাহ্ দিতে হবে।

'আক্বীক্বাহ্র পশু যাবাহ্ করার নিয়ম ও দু'আ : বিখ্যাত তাবিঈ কাতাদাহ্ (রাযি.)-কে জিজ্ঞেস করা হলো যে, 'আক্বীক্বাহ্ যাবাহ করা হবে কিভাবে? তিনি বলেলেন, ক্বিবলার দিকে পশুটির মুখ করবে। তারপর তার গলায় ছুরি রাখবে।

অতঃপর বলবে, اللهم منك ولك عقيقت فلان بسم الله الله اكبر

আল্ল-হুম্মা মিনকা ওয়ালাকা 'আক্বীক্বাতু ফুলানিন বিসমিল্লাহি আল্ল-হু আকবার (তারপর যার পক্ষে 'আক্বীক্বাহ্ করা হচ্ছে তার নাম উল্লেখ করতে হবে এরপর বলতে হবে), বিসমিল্লা-হি আল্ল-হু আকবার, তারপর যাবাহ করবে- (মুসান্নাফ ইবনু আবী শাইবাহ্ ৮ম খণ্ড, ২৪৫ পৃষ্ঠা)

'আয়িশাহ্ (রাযি.)-এর বর্ণনায় রসূলুল্ল-হ ﷺ বলেন, তোমরা শিশুর নামের উপরে যবেহ কর এবং বল 'বিসমিল্লা-হি আল্ল-হু আকবার মিনকা ওয়ালাকা' (যার নামে 'আক্বীক্বাহ্ করা হচ্ছে তার নাম উল্লেখ করতে হবে, এরপর বলতে হবে) 'আক্বীক্বাতু ফুলা- নিন- (সুনানে বাইহাক্বী ৯ম খণ্ড, ৩০৩ পৃষ্ঠা)। **অথবা** 'আক্বীক্বাহ্র জন্য যবেহ করার শিশুটির নাম নিয়ে বাংলায় এরূপ বললে চলবে যে, এটা অমুকের 'আক্বীক্বাহ্ তারপর বলবে, 'আল্ল-হুম্মা মিনকা ওয়ালাকা বিসমিল্লা-হি আল্ল-হু আকবার'। অতঃপর ছুরি চালাবে। হাফিয ইবনুল কাইয়্যিম বলেন, কেউ যদি 'আক্বীক্বাহ্র সঙ্কল্প করে এবং মুখে অমুকের 'আক্বীক্বাহ্ প্রভৃতি শব্দগুলো না বলে তাহলেও কাজ সিদ্ধ হবে ইনশা-আল্ল-হ- (তুহফাতুল মাওদূদ ৫৫ পৃষ্ঠা)। তবে 'বিসমিল্লা-হি আল্ল-হু আকবার' বলা যেন অবশ্যই না ছুটে। (সূত্র : 'আক্বীক্বাহ্ ও নাম রাখা)

'আক্বীক্বাহ্র দিন করণীয় : 'আলী ইবনু আবূ তালিব (রাযি.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্ল-হ ﷺ হাসানের জন্য বকরী দ্বারা 'আক্বীক্বাহ্ দিয়ে বলেন : হে ফাতিমাহ্! তুমি এর মাথাটা মুণ্ডন করে দাও এবং এর চুলের ওজনের কিছু সদাক্বাহ্ করে দাও। ফলে আমরা তা ওজন করলাম। তা ছিল এক দিরহাম ওজনের কাছাকাছি- (তিরমিযী ৩য় খণ্ড, হাঃ ১৪৬১)। 'আয়িশাহ্ (রাযি.) বর্ণনায় আছে, নাবী ﷺ

বলেন, শিশুটির মাথা মুণ্ডন করে মাথায় জাফরান লাগিয়ে দাও- (আল ইহসান ফী-তারতীবি সহীহ ইবনু হিব্বান ৭ম খণ্ড ৩৫৫ পৃষ্ঠা, বেনারসের সওতুল উম্মাহ, আগস্ট ১৯৯৭ সংখ্যা ৩৯ পৃষ্ঠা, বরাতে 'আক্বীক্বাহ্ ও নাম রাখা ২৭ পৃষ্ঠা)। এ দু'টি হাদীস থেকে জানা যাচ্ছে যে, শিশুর সুন্দর নাম ঠিক করে সপ্তম দিনে আক্বীক্বাহ্ করতে হবে, তারপরে মাথা মুণ্ডন করতে হবে। তারপর মাথার চুল ওজন করে তার দামটা দান করে দিতে হবে এবং মাথায় সুগন্ধি লাগাতে হবে।

রসূলুল্ল-হ ﷺ হাসানের পক্ষে বকরী দ্বারা 'আক্বীক্বাহ্ দিয়ে বলেন, হে ফাতিমাহ্! তুমি এর মাথার চুলগুলো ফেলে দাও এবং এর চুলের ওজনে কিছু সদাক্বাহ্ করে দাও। ফলে আমরা তা ওজন করলাম। এর ওজন ছিল এক দিরহাম। (হাকিম, বাইহাকী)

'আক্বীক্বাহ্ গোশ্ত খাওয়া বিতরণ ও চামড়া সম্পর্কিত : রসূল ﷺ-এর নাতি হাসান ও হুসাইন (রাযি.)-এর 'আক্বীক্বাহ্ দেয়ার সময় রসূল ﷺ তার কন্যা ফাতিমাহ্ (রাযি.)-কে বলেন, সন্তানের ধাত্রীকে একটি রান পাঠাও এবং তা নিজেরা খাও, অপরকেও খাওয়াও আর এর হাড় ভেঙ্গ না- (আবূ দাউদ)। আল্লামা ইবনু রুশদ বলেন, 'আক্বীক্বাহ্র গোশ্ত ও তার চামড়া এবং সব অংশের বিধান কুরবানীর গোশ্তের বিধানের মত অর্থাৎ খাওয়ার ব্যাপারে, দানের ব্যাপারে এবং তা বিক্রি নিষেধের ব্যাপারে- (বিদায়াতুল মুজতাহিদ ২য় খণ্ড, ৪৬৪ পৃষ্ঠা)। বিখ্যাত সহাবী ইবনু 'উমার (রাযি.) 'আক্বীক্বাহ্র পশুর চামড়া বেঁচে দিয়ে তার দামটা সদাক্বাহ্ করে দিতেন। প্রখ্যাত তাবিঈ হাসান (রহ.) বলেন, 'আক্বীক্বাহ্ ও কুরবানীর চামড়া কসাই ও পাচককে তাদের মজুরী হিসেবে দেয়া আপত্তিকর। (তুহফাতুল মাউদুদ ৪৩ পৃষ্ঠা, বরাতে 'আক্বীক্বাহ্ ও নাম রাখা ২৫ পৃষ্ঠা)

তাই কুরবানীর গোশ্তের মত 'আক্বীক্বার গোশ্তও সবাই খেতে পারবে এবং তা কারো জন্যই খেতে মানা নেই আর এ সম্পর্কে সমাজে ভ্রান্ত ধারণা রয়েছে যে, শিশুর মা-বাবা, দাদা-দাদী, নানা-নানী 'আক্বীক্বাহ্র গোশ্ত খাওয়া নিষেধ; আসলে এটা ভিত্তিহীন ধারণা।

'আক্বীক্বাহ্ দেয়ার সময়ের আগে বা পরে শিশু মারা গেলে করণীয় : কোন সন্তান যদি সাত দিনের আগেই মারা যায় তাহলে সে সন্তানের 'আক্বীক্বাহ্ দিতে হবে না- (মুসান্নাফে আঃ রাযযাক ৪র্থ খণ্ড ৩৩৫ পৃষ্ঠা, ফাতহুল বারী ৯ম খণ্ড ৫৯৪ পৃষ্ঠা; নায়লুল আওতার ৪র্থ খণ্ড ৩৬৯ পৃষ্ঠা)। কেউ যদি সাত দিনের পর মারা যায় তাহলে তার পক্ষেও 'আক্বীক্বাহ্ দিতে হবে। (রওযাতুত্ ত্ব-লিবীন ৩য় খণ্ড, ২৩২ পৃষ্ঠা)

'আক্বীক্বায় ভাগাভাগি : দশ লাখ হাদীসের হাফিয ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বলকে একদা জিজ্ঞেস করা হয় যে, সাতজনের পক্ষ থেকে একটি উট 'আক্বীক্বাহ্ হবে কি? তিনি বলেন, আমি এ ব্যাপারে কোন হাদীসই শুনেনি। আমার মতে সাতজনের পক্ষে একটি 'আক্বীক্বাহ্ বৈধ হবে না। (তুহফাতুল মাউদুদ)

একটি উটে বা গরুতে কয়েকজনের 'আক্বীক্বাহ্ মোটেই জায়িয নয়।

কোন সহাবী বা যঈফ হাদীস দ্বারাও একথার প্রমাণ পাওয়া যায় না যে, রসূলুল্ল-হ ﷺ কিংবা সহাবায়ি কিরাম অথবা তাবিঈ প্রমুখগণ একটি উট বা গরুতে কয়েকজন ছেলে-মেয়ের 'আক্বীক্বাহ্ দিয়েছেন। কিন্তু ওতে কয়েকভাগ কুরবানী ও কয়েকভাগ 'আক্বীক্বাহ্ দিয়েছেন। (শিশুদের 'আক্বীক্বাহ্ ও ইসলামী আনকমন নাম ১৮ পৃষ্ঠা)

নির্দিষ্ট সময়ে কারো 'আক্বীক্বাহ্ না হলে তার বিধান : এ সম্পর্কে বিশিষ্ট 'আলিম ও লেখক অধ্যাপক শাইখ হাফিয আইনুল বারী আলিয়াভী সাহেব তাঁর 'আক্বীক্বাহ্ ও নাম রাখা' নামক পুস্তকের ১৫-১৬ পৃষ্ঠা লিখেন- কোন পিতা বা অভিভাবক যদি সাত, চৌদ্দ ও একুশ দিনেও তার সন্তানের 'আক্বীক্বাহ্ না দিতে পারে তাহলে তার জন্য আর কোন নির্দিষ্ট দিন নেই। ঐ সন্তানটির বালেগ বা প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া পর্যন্ত যে কোন সময়ে তার পক্ষ থেকে 'আক্বীক্বাহ্ দেয়া যাবে। কিন্তু সন্তানটি যদি বালেগ হয়ে যায় এবং তার পক্ষ থেকে 'আক্বীক্বাহ্ না দেয়া হয়ে থাকে তাহলে তার উপরে আর 'আক্বীক্বাহ্ থাকে না। (আল মুগনী ৮ম খণ্ড, ৬৬৭ পৃষ্ঠা; রওযাহ্ ৩য় খণ্ড, ২২৯ পৃষ্ঠা)

এবার প্রশ্ন সে নিজে তার 'আক্বীক্বাহ্ দিতে পারে কিনা। এ প্রশ্নের উত্তরে ইমাম আহমাদ বলেন, সে নিজের 'আক্বীক্বাহ্ দিবে না। কারণ এটা তার পিতার দায়িত্ব। কিন্তু দু' তাবিঈ 'আতা ও হাসান (রহ.) বলেন, সে নিজের আক্বীক্বাহ্ নিজেই দিবে। কারণ সে 'আক্বীক্বাহ্র সাথে বন্ধক আছে। তাই তার উচিত আক্বীক্বাহ্ দিয়ে বন্ধক মুক্ত করা- (আল মুগনী ৮ম খণ্ড ৬৪৬ পৃষ্ঠা)। এজন্যই তাবিঈ নেতা মুহাম্মাদ ইবনু সীরীন বলেন, আমি নিজেই নিজের তরফ থেকে 'আক্বীক্বাহ্ দিয়েছি।

(মুসান্নাফে ইবনু আবী শাইবাহ্ ৮ম খণ্ড ২৩৬ পৃষ্ঠা, ফাতহুল বারী ৯ম খণ্ড ৫৯৫ পৃষ্ঠা)

আনাস বর্ণিত একটি হাদীসে আছে, নাবী ﷺ নাবী হবার পর নিজের তরফ থেকে নিজেই 'আক্বীক্বাহ্ করেছিলেন- (বাইহাক্বী ৯ম খণ্ড, ৩০০ পৃষ্ঠা; মুসনাদে বাযযার, মুসান্নাফ আঃ রাযযাক ৪র্থ খণ্ড, ৩২৯ পৃষ্ঠা)। হাফিয ইবনু হাজার আসকালানী বলেন, এ হাদীসটি প্রামাণ্য নয়- (ফাতহুল বারী ৯ম খণ্ড ৫৯৫ পৃষ্ঠা)। ইমাম বাইহাক্বী বলেন, এ হাদীসটি অস্বীকৃত। আল্লামা নাববী বলেন, এ হাদীসটি বাতিল- (শারহুল মুহাযযাব, তালখীসুল হাবীর ৩৮৭ পৃষ্ঠা, ফাতহুল আল্লাম ২য় খণ্ড, ২৯৯ পৃষ্ঠা)। সুতরাং এ হাদীসটি দলীলের অযোগ্য। তথাপি এ হাদীসের ভিত্তিতে কিছু 'আলিম পেশ করেন যে, প্রাপ্তবয়স্কের পক্ষ থেকেও আক্বীক্বাহ্ দেয়া বৈধ। (নায়লুল আওতার ৪র্থ খণ্ড, ৩৭১ পৃষ্ঠা)

নাম প্রসঙ্গ

নামের গুরুত্ব ও তাৎপর্য : পরিচয়ের জন্য নামের উৎপত্তি। অসংখ্য বস্তুকে চেনার জন্য প্রয়োজন নামের। প্রত্যেক জিনিসের নামের অর্থ সে বস্তুর বৈশিষ্ট্যের ইঙ্গিত বহন করে। সকল কিছুর স্রষ্টা মহান প্রভু আল্ল-হ তা'আলা মানব জাতির পিতা 'আদাম ('আলাইহিস সালাম)-কে সৃষ্টি করে প্রত্যেক জিনিসের নাম শিখিয়েছেন। মানুষের নামের সাথে থাকে তার জাতির পরিচয়। শুধু চিহ্নিত করাই নামকরণের একমাত্র উদ্দেশ্য নয়। ইসলামী ভাবধারা সম্বলিত নামকরণ ইসলামী সভ্যতা ও সংস্কৃতির একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। নামকরণের দ্বারা মানুষের 'আক্বীদাহ্, চিন্তাধারা ও মানসিকতার বহিঃপ্রকাশ ঘটে। এর জন্যই নামের গুরুত্ব ও তাৎপর্য রয়েছে। সন্তান ভূমিষ্ঠ হবার পর ছেলে বা মেয়ে সকলেরই একটি অর্থবোধক নাম সাত দিনের মধ্যে রাখা পিতা-মাতার কতর্ব্য। আল্ল-হর বান্দা বা দাসত্বমূলক নাম, নাবীদের নাম ও সহাবাদের নামে নাম রাখা উত্তম। আর কোন কাফির, মুশরিক, ফাসিক্ব কিংবা পাপী ব্যক্তিদের নামে নাম রাখা শারী'আতে নিষিদ্ধ। কারণ নামের প্রতিক্রিয়া সন্তানের চরিত্র প্রতিফলিত হয়। হাদীসে এর অসংখ্য প্রমাণ রয়েছে আবূ দারদা (রাযি.) বর্ণনা করেন, রসূল ﷺ বলেছেন : ক্বিয়ামাতের দিনে তোমাদের ডাকা হবে তোমাদের নাম ও পিতাদের নামে, তাই তোমাদের নামগুলো সুন্দর রাখ- (আহমাদ,আবূ দাউদ,মিশকাত ৯ম খণ্ড হাঃ ৪৫৬১)। যেমন আল্ল-হ বলেন : "তোমার একে অপরের মন্দ নামে ডেকো না"- (সূরাহ্ হুজুরত, ১১)। যদিও প্রত্যেক মুসলিমের শারী'আতসম্মত সুন্দর ও অর্থপূর্ণ নাম রাখা জরুরী। তবুও অনেকেই আরবী ভাষার অজ্ঞতার কারণেও শির্কী, হারাম, হাস্যকর, অর্থহীন ও বিজাতীয় নাম রাখে। তাই এসব ইসলাম বিরোধী নাম অবশ্যই পরিহার করে চলতে হবে আর এ ব্যাপারে সর্তক ও সজাগ থাকতে হবে।

ইসলামী ও অর্থপূর্ণ নাম রাখা কেন জরুরী : প্রকৃত মুসলিম হিসেবে বিবেচিত হবার জন্য প্রয়োজন ঈমানের শর্ত পূরণ করা, যথা- অন্তরে বিশ্বাস, মুখে স্বীকার ও কাজে পরিণত করা। ঈমানের এ শর্ত পূরণ না হলে সকল 'ইবাদাতই অর্থহীন। নাম প্রসঙ্গে আবূ দারদা (রাযি.) বলেন, রসূল ﷺ বলেছেন : নিশ্চয় তোমাদেরকে ক্বিয়ামাতের দিন তোমাদের নাম এবং তোমাদের পিতার নাম ধরে ডাকা হবে। অতএব তোমরা তোমাদের নামগুলো সুন্দর সুন্দর রাখ-(আহমাদ, আবূ দাউদ, মিশকাত ৯ম খণ্ড হাঃ ৪৭৫৬১)। রসূল ﷺ আরো বলেছেন : যে যে জাতির অনুসরণ করবে তার সাথে হাশর হবে (ক্বিয়ামাতের মাঠে উঠবে)- (আবূ দাউদ)। বর্তমানে বাংলাদেশে তথাকথিত প্রগতিশীলতার নামে বিজাতীয়, অর্থহীন ও ফিল্ম স্টারদের নামে নাম রাখার কুপ্রথা ব্যাপকভাবে প্রচলিত। আর এসব নাম রাখার জন্য সন্তানদের উপর

প্রভাবও পড়ছে যার দৃষ্টান্ত সমাজে অহরহ দেখা যাচ্ছে। আবার অনেকেই সন্তানের ২টি নাম রাখে একটি হলো সংক্ষিপ্ত নাম যা অধিকাংশই অর্থহীন ও বিজাতীয় ধরনের এ সংক্ষিপ্ত নামই ব্যাপকভাবে ডাকা হয় আর অপরটির হলো আসল নাম যা গুরুত্বপূর্ণ স্থানে ও কাজে ব্যবহৃত হয়। তাই প্রত্যেক পিতা বা সন্তানের অভিভাবকদের কর্তব্য হলো সে তার সন্তানদের জন্য সংক্ষিপ্ত বা ব্যাপক এবং এক বা একাধিক যে নামই রাখুক না কেন অবশ্যই তা সুন্দর ও অর্থবোধক ইসলামী নাম বাছাই করে রাখবে। আর এ ইসলামী নাম রাখার বদৌলতে ইনশা-আল্ল-হ, সন্তানের জীবন সুন্দর ও সুখময় হয়ে উঠবে দুন্ইয়া ও আখিরাতে।

কোন্ ধরনের নাম রাখতে হবে : 'আব্দুল্লাহ ইবনু 'উমার (রাযি.) বলেন, রসূলুল্ল-হ ﷺ বলেছেন : তোমাদের নামসমূহের মধ্যে আল্ল-হ তা'আলার নিকট সবচেয়ে প্রিয় নাম হলো 'আবদুল্লাহ ও 'আবদুর রহমান- (মুসলিম, মিশকাত ৯ম খণ্ড হাঃ)। আল্লামা তাবারানী বলেছেন, যে সমস্ত নামে আল্ল-হর দাসত্ববোধক অর্থ প্রকাশ পায়, সে সব নামই আল্ল-হর নিকট অধিক প্রিয়- (মিশকাত, ৯ম খণ্ড ৫৪ পৃঃ)। আবূ ওয়াহাব জুশামী (রাযি.) বলেন, রসূল ﷺবলেছেন : তোমরা নাবীদের নামানুসারে নাম রাখবে আর আল্ল-হর নিকট 'আবদুল্লাহ ও 'আবদুর রহমান নামই সবচেয়ে প্রিয়- (মিশকাত হাঃ ৪৫৭৩)। বিশ্বের সকল মুসলিম এক জাতির এ সংহতিকে জোরদার করার জন্য প্রয়োজন ইসলামী নামের প্রচলন। আর ইসলামী নামের জন্য শর্ত হলো আরবী। কেননা আরবী হলো আল্ল-হর ভাষা, জান্নাতের ভাষা, নাবী ﷺ ভাষা, কুরআনের ভাষা ও দুন্ইয়ায় সর্বপ্রথম ভাষা। তবে 'আরবী ভাষায় সব নামই ইসলামী নাম নয়। যেমন রসূল ﷺ অনেক সহাবীর নাম পরিবর্তন করেছেন, তাই ঐ ধরনের নামগুলো গ্রহণীয় নয়। আল্ল-হর পছন্দনীয়, রসূলুল্ল-হ ﷺ কর্তৃক নির্দেশিত এবং সহাবী, তাবিঈ, তাবিতাবিঈ ও তারপরে সালফে সলিহীনদের নামই প্রকৃত ইসলামী নাম। ইসলাম গ্রহণ করার পর মুসলিমরা তাদের পূর্বের নাম বদল করে ইসলামী নাম গ্রহণ করে যার ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত বিশ্বব্যাপী মুসলিম দেশসমূহে এখনো পর্যন্ত ইসলামী নামে ব্যাপক প্রচলন। কিন্তু বর্তমান শতকে আঞ্চলিক ও ভাষাভিত্তিক সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদের উগ্রমানসিকতার দরুন ইসলামী আরবী নাম পরিবর্তন করে দেশীয় ভাষায় নাম রাখা শুরু হয়েছে। এতে মুসলিম সংহতি নষ্ট হচ্ছে, কেননা নাম দেখে মুসলিম ও অমুসলিম পার্থক্য করাও কঠিন। তাই নামকরণের ক্ষেত্রে যদি মুসলিমরা ইসলামী নিয়মনীতি অনুসরণ করে তাহলে মুসলিমদের বাহ্যিক সংহতি ও পরিচয় মজবুত হবে।

যে ধরনের নাম রাখা নিষিদ্ধ : ১। আল্ল-হর কাছে সবচেয়ে নিষিদ্ধ নাম হচ্ছে- মালিকুল মুল্ক (রাজার রাজা), শাহেনশাহ (বাদশাদের বাদশা), সুলতানিস সালাত্বীন (সম্রাটদের সম্রাট)। (বুখারী ৫ম খণ্ড, হাঃ ৫৭৬৪-৬৫)

২। কুরআনের কোন সূরার নামে নাম করা নিষিদ্ধ- যেমন : ইয়াসীন, ত্বহা, হামিম, আলিফ ইত্যাদি। (তুহফাতুল মাওদুদ ৮০ পৃষ্ঠা বরাতে ইসলামে নামকরণের পদ্ধতি, ৭৬ পৃষ্ঠা)

৩। শুধুমাত্র আল্ল-হর নামে নাম রাখা নিষিদ্ধ- যেমন : সামাদ, জাব্বার, রহ্মান, রহীম, করিম, হাদী, বাকী, গফুর মজীদ, সা'ঈদ, মালিক, খালিক্ব ইত্যাদি। তবে আল্ল-হর নামের সাথে 'আব্দ' যোগ করে নাম রাখা খুবই উত্তম।

৪। জাবির ও সামুরাহ্ ইবনু জুনদুব (রাযি.) থেকে বর্ণিত, রসূল ﷺ বলেছেন : তোমরা রাফি', ইয়াসার, বারাকাত, রাবাহ, আলফাহ, নাজীহ নাম রেখো না।

(তিরমিযী ৫ম খণ্ড হাঃ ২৭৭২-৭৩, মিশকাত ৯ম খণ্ড হাঃ ৪৫৪৭)

৫। মাকরুহ (ঘৃণ্য) নাম হলো : ইসলামের চরম শত্রু ফির'আওন, কারূন, হামান ও ওয়ালীদ ইত্যাদি। (ইসলামে নামকরণের পদ্ধতি ৭৫ পৃষ্ঠা)

৬। বিশ্লেষণমূলক নাম- যেমন : খাইরুল আনাম (সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি), খাইরুল বাশার (সর্বশ্রেষ্ঠ মানব), সাইয়িদুল বাশার (মানবজাতির প্রধান)- এ ধরনের নাম শুধুমাত্র রসূলুল্ল-হ ﷺ-এর জন্য প্রযোজ্য। এছাড়াও আল্ল-হ তার নাবী-রসূলদের যেসব উপাধি দিয়েছেন সেসব উপাধি বা তার সাদৃশ্য ও সমর্থক করে নামকরণ করাও ঠিক নয়। যেমন : আবুল বাশার (মানবজাতির পিতা), খলীলুল্লাহ (আল্ল-হর বন্ধু), কলিমুল্লাহ (আল্ল-হর সাথে কথাবার্তাকারী)। উল্লেখ্য এ নামগুলো শুধুমাত্র 'আদাম ('আলাইহিস সালাম) ও মূসা ('আলাইহিস সালাম)-এর জন্য প্রযোজ্য। (ইসলামে নামকরণের পদ্ধতি ৭৩ পৃষ্ঠা)

৭। আরো আপত্তিকর নাম হলো- মালায়িকাদের (ফেরেশতাদের) নামে রাখা যেমন : ইসরাফিল, ইসরাঈল, মীকাইল ইত্যাদি। (ইসলামে নামকরণের পদ্ধতি ৭৫ পৃষ্ঠা)

৮। 'আলিমদের মতে- আল্ল-হ ছাড়া কোন সৃষ্ট বস্তুর নামের পূর্বে 'আব্দ যোগ করে নাম রাখা হারাম। যেমন : 'আবদুল 'আলী ('আলীর বান্দা), আবদুন্ নাবী (নাবীর বান্দা), গোলাম রসূল (রসূলের বান্দা), গোলাম মুস্তফা (মুস্তফার বান্দা), গোলাম হোসেন (হোসেনের বান্দা), গোলাম 'আলী ('আলীর বান্দা) ইত্যাদি।

৯। অর্থহীন কতগুলো নাম- জরিনা, রুবিনা, হেলেনা, রোজিনা, সেলিনা, রুকসানা, শাহীনা, রেশমা, ফরহাদ ইত্যাদি।

১০। এছাড়া আপত্তিকর বিজাতীয় নামসমূহ- সান্টু, যন্টু, মিন্টু, নান্টু, রিন্টু, ঝন্টু, লান্টু,.বল্টু, পল্টু, হ্যাপি, বাপ্পি, অপু, তপু, কালা, ভোলা, রুপু, স্বপন, চঞ্চল, আকাশ, বিপুল, প্রিন্স, বাবন, সুমন, রুমন, নিপন, পিন্টু, বিপুল, বিপ্লব, জেমস্, টমাস, চম্পা, ডেজী, লিলি, বিউটি, লাভলী, মিমি, জসি, শিল্পী, পপি, টিটু, ময়না, কেয়া, ডলি, বেবী, রেবা, সুইটি, রিতা, পাখি, ডায়না, প্রিয়াংকা, বন্যা, ড্যানী ইত্যাদি।

ত্রুটিযুক্ত, ব্যঙ্গ ও বিকৃত নাম পরিহার ও পরিবর্তন করতে হবে : অর্থহীন, বিজাতীয়, আপত্তিকর, ব্যঙ্গ ও বিকৃত করে নাম ডাকা ইসলাম সমর্থন করে না। আল্ল-হ বলেন :

وَلَا تَنَابَزُوْا بِالْاَلْقَابِ

"তোমরা একে অপরের মন্দ নামে ডেকো না- (সূরাহ হুজুরাত, ১১)।"

'আয়িশাহ্ (রাযি.) বলেন, নাবী ﷺ খারাপ নাম পরিবর্তন করে দিতেন- (মিশকাত ৯ম খণ্ড, হাঃ ৪৫৬৭)। নাবী ﷺ-এর সম্মুখে কেউ এলেই প্রথমে তার নাম জিজ্ঞেস করতেন এবং তা পছন্দ হলে খুশী হতেন এবং সে খুশীর ভাব প্রতিবিম্বিত হত তার পবিত্র অবয়বে। কিন্তু অপছন্দ হলে তার মুখমণ্ডলে বিরক্তি ভাব প্রকাশ পেত। কোন ব্যক্তির নাম অপছন্দ হলে সঙ্গে সঙ্গে তিনি তার নাম পরিবর্তন করে দিতেন। যেমন : 'আলী (রাযি.) বলেন- যখন হাসানের জন্ম হয় তার নাম রাখলাম হার্‌ব (যুদ্ধ)। তিনি বলেন, তারপর নাবী ﷺ এসে বললেন : ছেলেকে আমায় দেখাও, তার কি নাম রেখেছো? আমরা বললাম : হারব (যুদ্ধ)। তিনি বললেন : বরং সে হাসান (সুন্দর), যখন হুসাইনের জন্ম হলো তখন তার নাম রাখলাম হার্‌ব (যুদ্ধ)। তারপর নাবী ﷺ এসে বললেন, ছেলেকে আমায় দেখাও, তার নাম কি রেখেছো? আমরা বললাম, হারব (যুদ্ধ)। তিনি বললেন, বরং সে হুসায়েন (সুন্দর) (তিনি) আলী (রাযি.) বলেন : যখন তৃতীয়টি জন্মগ্রহণ করে তারও নাম রাখলাম হার্‌ব (যুদ্ধ)। তারপর নাবী ﷺ এসে বললেন : ছেলেকে আমায় দেখাও, তার কি নাম রেখেছো? আমরা বললাম : হার্‌ব। তিনি বললেন : বরং সে মুহসিন (পরোপকারী)। (আহমাদ ১ম খণ্ড, আদাবুল মুফরাদ হাঃ ৮২৩)

ইবনু 'উমার (রাযি.) হতে বর্ণিত আছে, "(তিনি বলেন) নাবী ﷺ 'আশিয়াহ্ (বিদ্রোহিনী, একগুঁয়ে), নাম পরিবর্তন করে দিয়েছিলেন এবং বলেন : তুমি জামিলা (সুন্দরী)"- (মুসলিম, মিশকাত হাঃ ৪৫৫২, তিরমিযী ৫ম খণ্ড হাঃ ২৭৭৫)। আবূ হুরাইরাহ্ (রাযি.) হতে বর্ণিত, "যাইনাবের নাম ছিল বার্রা (অত্যন্ত ধার্মিকা)। বলা হলো যে, সে নিজের প্রতি উচ্চ ধারণা পোষণ করে। রসূলুল্ল-হ ﷺ তাই তার নাম রাখলেন যাইনাব (সুগন্ধময় ফুল)"- (বুখারী ৫ম খণ্ড, হাঃ ৫৭৫১)। সা'ঈদ ইবনু মুসাইয়্যিব বর্ণনা করেন, "তিনি তার দাদা থেকে শুনেছেন : রসূলুল্ল-হ ﷺ মুসাইয়্যিবের দাদাকে জিজ্ঞেস করলেন- তোমার নাম কি? সে উত্তর দিল : হাজর (রুক্ষ বা শক্ত মাটি)। তিনি বললেন, তুমি সাহ্‌ল (নরম মাটি)।" (বুখারী ৫ম খণ্ড, হাঃ ৫৭৪৮)

বাংলাদেশে কোন কোন অঞ্চলে বিকৃত নাম ডাকা ব্যাপকভাবে প্রচলিত রয়েছে যেমন : বৃহত্তর নোয়াখালী অঞ্চলে আঃ হককে হক্কা, আঃ রশিদকে রইশ্যা, মজিবর রহমানকে মইজ্যা, সালাহউদ্দিনকে সইল্ল্যা লিয়াকতকে লেক্কা ইত্যাদি উচ্চারণে ডাকে। অনেকে নাম সংক্ষিপ্ত করে বলে যেমন : দেলওয়ারকে দিলু, হেদায়েতউল্লাহকে হেদু, বদরুদ্দীনকে বদু, মমিনুল ইসলামকে মনা, সানোয়ারকে সানু ইত্যাদি। আবার অনেকের গুণ ও বৈশিষ্ট্যের বিপরীত নামও দেখা যায় যেমন : কালো নয় অথচ তার নাম হয় কাল্লু, কালা, কালা চাঁন, কালা মিয়া ইত্যাদি। ভাল দু' চোখের

অধিকারী লোকের নাম কানু মিয়া, স্মরণ শক্তির অধিকারী লোকের নাম ভোলা মিয়া, ধনী ও সুখী ব্যক্তির নাম দুখু মিয়া, উন্নত নাকের অধিকারী লোকের নাম বোচা মিয়া ইত্যাদি। কিছু নামের প্রচলন রয়েছে যা অর্থের দিক দিয়ে অসম্পূর্ণ, যথা : শাহীদুল, হাবীবুর আতাউল, শামসুল ইত্যাদি। এভাবে সমাজে অসংখ্য ত্রুটিযুক্ত, ব্যঙ্গ ও বিকৃত নাম রয়েছে। তাই প্রত্যেক মুসলিম অভিভাবকদের উচিত শখ করে কেউ রাখলে বা ডাকলেও অবশ্যই অর্থহীন ও কুরুচীপূর্ণ নাম পরিবর্তন করতে হবে এবং কোন মুসলিম সন্তানের নাম যেন এমন না হয় সে ব্যাপারে সজাগ থাকতে হবে।

ভাল ও মন্দ নামের প্রভাব : ইবনু কাইয়্যিম জাওযিয়া (রহ.) তাঁর কিতাব 'তুহফাতুল মাওদূদ বি আহকামিল মাওদূদ' এর মধ্যে বলেন : "নামের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবেই মানুষের ভাল-মন্দ আচরণ, চরিত্র ও কর্মধারা প্রভাবিত হয়। রসূলুল্ল-হ ﷺ-কে মুহাম্মাদ (চরম প্রশংসিত) ও আহমাদ (অত্যন্ত প্রশংসাকারী) নামে ডাকা হত। বস্তুতঃ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে তিনি ছিলেন আল্ল-হর প্রশংসায় সর্বোত্তম এবং পৃথিবীর সকলের কাছেই তিনি চরমভাবে প্রশংসিত। রসূলুল্ল-হ ﷺ তাই সুন্দর নাম রাখতে বলেছেন, কেননা নামধারী তার নামের কারণে লজ্জাবোধ করে মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকে এবং নামের অর্থের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কাজে প্রবৃত্ত হয়। এজন্য দেখা যায় সমাজের উচ্চশ্রেণীর লোকদের নাম সুন্দর ও উঁচু মানের; ইতর জনের নাম তাদের জীবনযাত্রার মতই অশুভ, অর্থহীন অসঙ্গতিপূর্ণ।

নামধারীর উপর নামের প্রভাব যে কত গভীর তা নিম্নলিখিত হাদীস থেকে প্রমাণিত। সা'ঈদ ইবনু মুসাইয়্যিদ থেকে বর্ণিত, সে (বর্ণনাকারীর দাদা) বলে : আমি নাবী ﷺ-এর কাছে এলাম; তিনি জিজ্ঞেস করলেন : তোমার নাম কি? আমি বললাম : হাযন (কর্কশ, রুক্ষ, শুষ্ক মাটি)। তিনি বললেন : তুমি সাহল (নরম/কোমল) সে বলল; আমার পিতা যে নাম রেখেছে তা পরিবর্তন করবই না। ইবনু মুসাইয়্যিব বলেন যে, তখন থেকেই আমার বংশের মধ্যে ঐ কর্কশতা, রুক্ষতা বিদ্যমান ছিল- (মিশকাত হা: ৪৫৭২)। কোন স্থানে অশুভ নামের কারণে ও মানুষ সেখানে দুর্দশায় পতিত হয়। হুসাইন (রাযি.) মাদীনাহ্ ত্যাগ করে কুফা অভিমুখে রওনা হয়ে ফুরাত নদীর সন্নিহিত এক ময়দানে এসে ঐ ময়দানের নাম জিজ্ঞেস করলেন। জানান হলো, 'কারবালা'। তিনি বিস্মিত হলে বললেন : কারব (দুঃখ) ও বালা (দুর্দশা) দু'টোরই সমন্বয়ে নাম। পরবর্তী ইতিহাস হুসাইনের জীবনাবসানোর করুণ কাহিনীর নীরব সাক্ষী হয়ে আছে। রসূলুল্ল-হ ﷺ ওহশী (বন্য, বর্বর, অসভ্য) নামের ব্যাক্তিকে তার নাম ও তার কার্যের জন্য ঘৃণা করেছেন। ওহশীর নাম যেমন ছিল অশুভ, ঘৃণাহ; তার কার্যও ছিল অনুরূপ। এ ওহশীই উহুদের যুদ্ধে সিংহপুরুষ হামযা (রাযি.)-এর হত্যাকারী। ইসলাম গ্রহণের পর সে অনুতপ্ত হয়ে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয় যে এমন কাজ সে করবে যাতে তার পূর্বে

কৃতকর্মের ক্ষতিপূরণ হয়। আল্ল-হ তার কাতর অনুশোচনা কবূল করেছিলেন। ইয়ামামার যুদ্ধে মুসাইলামাহ্ আল্ কায্যাব-মিথ্যাবাদী ভণ্ড নাবীর দাবীদার)-কে এ ওহ্শীই অতি তৎপরতার সাথে হত্যা করে। **শেষে মন্তব্য করে 'ইসলাম গ্রহণের পূর্বে** আমার হাতে এক শ্রেষ্ঠ মুসলিম নিহত হন। ঈমান আনার পর ইসলামের এক সবচেয়ে বড় দুশমনকে হত্যা করে সে ক্ষতিপূরণ করলাম।' উপরোক্ত ঘটনায় প্রমাণিত হয়, মানুষের জীবনে স্থান বা ব্যক্তির নামের প্রত্যক্ষ প্রভাব আছে। এজন্য নাম নির্বাচনে অতি সতর্কতার প্রয়োজন। মানুষ যে নামে অন্যকে ডাকে সে নামের শুভ-অশুভ অর্থের প্রতিফলন দেখা যায় তার জীবনে। এজন্য বলা হয় মানুষের মুখের কথাতেই দুঃখ-দুর্দশা টেনে আনে। (ইসলামে নামকরণের পদ্ধতি ৫৫-৫৭ পৃঃ)

ইসলামী নামের শ্রেণী বিভাগ : সংক্ষিপ্ত নাম : সন্তানের বা অন্য কিছু নামের পূর্ব আবূ (পিতা) বা উম্মু (মাতা) যোগ না করে এবং পিতা এবং পূর্বপুরুষগণের নামের পূর্বে ইবনু বা বিনতে যোগ না করে এক শব্দে বা মিশ্র শব্দে নামকরণই হচ্ছে সংক্ষিপ্ত নাম।

বংশসূচক নাম : পিতা বা পূর্বপুরুষগণের নামের পূর্বে ইবনু (পুত্র) বিনতে (কন্যা) সংযোগ করে নামকরণ করাকে বংশসূচক নাম বলে। এ ধরনের নামকরণের ফলে উদ্দেশিত ব্যক্তিকে সনাক্তকরণ সহজ। কারণ এতে ব্যক্তির নামের সাথে পিতা বা পূর্বপুরুষগণেরও নাম সংযুক্ত থাকে। আরবে এ ধরনের নামকরণের প্রচলন বেশী।

সম্বন্ধসূচক নাম : বংশ, গোত্র, পেশা, বাসস্থান, জন্মস্থান ইত্যাদির বিশেষণযোগে নামকে সম্বন্ধসূচক নাম বলে। বিশ্বে বহু মুসলিম মনীষী আছেন যারা সম্বন্ধসূচক নামেই বিখ্যাত হয়েছেন। যেমন, ইমাম বুখারী (রহ.)। বুখারা হচ্ছে তার জন্মস্থানের নাম। যেমন ইমাম নাসিরুদ্দীন আলবানী (রহ.)। আলবেনীয়া হচ্ছে তার জন্মস্থানের নাম।

উপাধি : কোন কোন ব্যক্তি তার সুমহান কর্মফল, অবদান বা গুণের কারণে বিভিন্ন উপাধিতে ভূষিত হয়ে থাকেন। যেমন : 'উমারের নামের শেষে ফারূক (সত্য-মিথ্যার পার্থক্যকারী), আবূ বাক্রের শেষে সিদ্দীক (বিশ্বাসী), খালিদ বিন ওয়ালীদের নামের শেষে সাইফুল্লাহ (আল্ল-হর তরবারি) ইত্যাদি।

উপনাম : সন্তানের নামের পূর্বে তার আবূ (পিতা) বা উম্মু (মাতা) যোগ করে ডাকাকে উপনাম বলে। আরবদের মধ্যে উপনামের প্রচলন আছে। যেমন : আবুল কাসিম (কাসিমের পিতা), আবূ বাক্র (বাক্রের পিতা), আবূ হুরাইরাহ্ (ভাবার্থে-বিড়াল স্নেহকারী) ইত্যাদি।

উল্লেখ্য বাংলাদেশে উপনাম, উপনাম, উপাধী, সম্বন্ধসূচক ও বংশসূচক নামের প্রচলন সাধারণত দেখা যায় না।

আদর্শ নামের তালিকা

আল্ল-হ তা'আলার নিরানব্বইটি নাম

আল্ল-হ	আল্ল-হ, যিনি ব্যতীত কোন মা'বূদ নেই।
আররহমা-নু	পরম দয়ালু
আররাহীমু	অত্যন্ত দয়ালু
আলমা-লিকু	মহা প্রভু
আলকুদ্দু-স	অত্যন্ত পাক ও পবিত্র
আসসালা-মু	শান্তিদাতা
আল মু'মিনু	নিরাপত্তাদানকারী
আলমুহাইমিনু	রক্ষাকর্তা
আলআযী-যু	প্রভাবশালী
আলজাব্বার	শক্তিপ্রয়োগকারী
আলমুতাকাব্বিরু	যার অহঙ্কার করা শোভা পায়
আলখালিকু	সৃষ্টিকর্তা
আলবা-রউ	ত্রুটিহীন স্রষ্টা
আলমুসাওবিরু	আকৃতি গঠনকর্তা
আলগাফ্ফা-রু	অত্যন্ত ক্ষমাশীল
আলকাহ্হা-রু	সকল বস্তু যার ক্ষমতার অধীন
আলওয়াহহা-বু	পরমদাতা
আররাযযা-কু	রিয্কদাতা
আলফাত্তা-হু	বিজয়দাতা
আলআলীমু	যিনি গোপন প্রকাশ্য সব কিছু জানেন
আলক্বা-বিযু	সঙ্কোচনকারী
আলবা-সিতু	সম্প্রসারণকারী
আলখা-ফিযু	অবনতি দানকারী
আররা-ফিউ	উত্তোলনকারী
আলমুইয্যু	গৌরব দানকারী
আলমুযিল্লু	অপমানকারী
আসসামীউ	শ্রবণকারী
আলবাসীরু	দর্শনকারী
আলহাকামু	সুবিচারক
আলআদলু	ন্যায়বিচারক
আললাতিফু	অনুগ্রহকারী
আলখাবীরু	যিনি সবকিছুর খবর রাখেন
আলহালীমু	ধৈর্যশীল
আলআযীম	সুমহান
আলগাফূরু	ক্ষমাশীল
আলশাকূরু	অত্যন্ত কৃতজ্ঞ
আলআলিয়্যু	সুমহান
আলকাবীরু	বিরাট
আলহাফীযু	রক্ষাকারী
আলমুকীতু	রিয্কদাতা
আলহাসীবু	হিসাব গ্রহণকারী
আলজালীলু	সম্মানিত
আলকারীমু	অনুগ্রহকারী
আলরাকীবু	অবলোকনকারী
আলমুজীবু	উত্তর প্রদানকারী
আলওয়াসিউ	সম্প্রসারণকারী
আলহাকীমু	মহাজ্ঞানী
আলওয়াদূদ	যিনি বান্দার কল্যাণেক ভালবাসেন
আলমাজীদু	অসীম অনুগ্রহকারী
আলবা-য়িসু	পুনরুত্থানকারী
আলশাহীদু	বান্দাদের কাজে সাক্ষী
আলহাককু	সত্য প্রকাশন
আলওয়াকীলু	কার্যকারক
আলকাবীয়্যু	চরম শক্তিমান
আলমাতীনু	যার উপর কারো ক্ষমতা নেই
আলওয়ালিয়্যু	সাহায্যকারী

আলহামিদু	প্রশংসার যোগ্য
আলমুহ্সী	হিসাব রক্ষক
আলমুব্দিউ	প্রথম আবিস্কারক
আলমুঈদু	মৃত্যুর পর পুনঃসৃষ্টিকারী
আলমুহ্য়ী	জীবনদাতা
আলমুমীতু	মৃত্যুদানকারী
আহাইয়্যু	চিরঞ্জীব
আলকাইয়্যুমু	চিরস্থায়ী
আলওয়া-জিদু	সর্ববিষয়ে ইচ্ছা করা মাত্র প্রাপ্ত
আলমা-জিদু	বড়দাতা
আলওয়া-হিদু	যার কোন অংশীদার নেই
আলআহাদু	অনন্য, একক
আস্সমাদু	অমুখাপেক্ষী
আলকা-দিরু	ক্ষমতাবান
আলমুক্তাদিরু	সার্বভৌমত্বের অধিকারী
আলমুআখ্খিরু	যিনি দূরে রাখেন যাকে ইচ্ছে
আলআউয়্যালু	প্রথম
আলআ-খিরু	সর্বশেষ
আযযা-হিরু	যিনি প্রকাশ্য
আলওয়ালিউ	অভিভাবক
আলমুতাআ-লিউ	সর্বোপরি
আলবাররু	অনুগ্রহকারী
আততওয়া-বু	তাওবাহ্ গ্রহণকারী
আলমুনতাক্বিমু	প্রতিশোধ গ্রহণকারী
আলআফুব্বু	বড় ক্ষমাশীল
আররাউ-ফু	অত্যন্ত দয়াশীল
মালিকুল মুলকি	বিশ্বকর্তা
যুলজালা-লি ওয়াল ইকরাম	মহিমা ও সম্মানের অধিকারী
আলমুক্বসিতু	অত্যাচার দমনকারী
আলজা-মিউ	ক্বিয়ামাতের দিন বান্দাদের একত্রকারী
আলগানিয়্যু	অমুখাপেক্ষী
আলমুগনীউ	সম্পদ দানকারী
আলমা-নিউ	বাধাদানকারী
আযযা-ররু	যিনি বিপদ দেয়ার ক্ষমতা রাখেন
আননাফিউ	সুফলদাতা
আননূরু	জ্যোতি
আলহা-দিউ	সুপথ প্রদর্শক
আলবাদীউ	প্রথম সৃষ্টিকর্তা
আলবা-ক্বিউ	চিরস্থায়ী
আলওয়া-রিসু	উত্তরাধিকারী
আররশীদু	সুপথপ্রদর্শক
আসসবূর	বড় ধৈর্যশীল

(মিশকাত ৫ম খণ্ড, হাঃ ২১৮০)

উল্লেখ্য শুধুমাত্র আল্ল-হর নামে নাম রাখা যাবে না তবে আল্ল-হর নামের সাথে 'আব্দ' (গোলাম বা দাস) যোগ করে নাম রাখা যাবে। যেমন : 'আব্দুর রহমান, 'আব্দুস সবুর, 'আব্দুল মতিন, 'আব্দুর রায্যাক, 'আব্দুল হক, 'আব্দুর রহীম ইত্যাদি।

উপরোক্ত নিরানব্বইটি নাম ব্যতীত পবিত্র কুরআন ও হাদীসের বিভিন্ন জায়গায় আল্ল-হ তা'আলার আরো কতিপয় নামের উল্লেখ রয়েছে তার মধ্যে কয়েকটি হচ্ছে :

আর রববু	প্রতিপালক, প্রভু, লালনকর্তা
আল আহাদু	একক, অদ্বিতীয়
আশ-শা-ফিউ	রোগ মুক্তিদাতা
আল হান্না-নু	সহানুভূতিশীল
আর মান্না-নু	করুণাময়
আস সাত্তা-রু	দোষ আচ্ছাদনকারী
আল-মুন'ইমু	উপকারক হিতৈষী

আল-মু'তিউ	দয়াশীল
আল মুহসিনু	দানশীল, দয়ালু
মাওলা	প্রভু, অভিভাবক
আন নাসীরু	অধিক সাহায্যকারী
আল মুহতু	পরিবেষ্টনকারী

নাবী-রসূলদের নামসমূহ

আদাম عليه السلام	মানব জাতির পিতা

ইদরীস عليه السلام

নূহ عليه السلام

লূত عليه السلাম

হূদ عليه السلام

সালিহ عليه السلام

ইবরা-হীম عليه السلام

ইসমা'ঈল عليه السلام

ইসহাক্ব عليه السلام

ইয়া'কূব عليه السلام

ইউসুফ عليه السلام

আইয়ূব عليه السلام

যুল কিফ্‌ল عليه السلام

শু'আইব عليه السلام

খিজির عليه السلام

মূসা عليه السلام

হারূন عليه السلام

দাঊদ عليه السلام

সুলাইমান عليه السلام

ইলইয়াস عليه السلام

ইউনুস عليه السلام

আল-ইস্‌য়া عليه السلام

যাকারিয়া عليه السلام

ঈসা عليه السلام

মুহাম্মাদ عليه السلام

উযাইর عليه السلام

যুলকারনাঈন عليه السلام

শীস عليه السلام

ইউশা'আ عليه السلام

শাময়ুন عليه السلام

জারজীস عليه السلام

খানুক عليه السلام

দানিয়াল عليه السلام

রসূলুল্ল-হ ﷺ-এর নামসমূহ

মুহাম্মাদ	অতি প্রশংসিত
আহমাদ	প্রশংসনীয়, প্রশংসার যোগ্য
আলমাহি	নির্মূলকারী
আল-আক্বিব	শেষ আগমনকারী
আল-মুকাফ্‌ফা	চিহ্নিতকারী
নাবী-উর-রহমান	রহমানের নাবী
নাবীউল-মালাহিম	সংযোগের দূত
নাবীউত-তাওবাহ	ক্ষমার দূত
আশ-শাহিদ	সাক্ষী
আল-মুবাশ্বির	সুসংবাদদাতা
আন-নাযীর	সতর্ককারী
আয-যাহুক	সদা হাস্যময়
আল-কাত্তাল	প্রতিশোধ গ্রহণকারী
আল-মুতাওয়াক্কিল	নির্ভরশীল
আল-ফাতিহা	বিজয়ী
আল-আমীন	বিশ্বাসী
আল-খাতিম	সর্বশেষ সীলমোহার
আল-মুস্তাফা	নির্বাচিত
আর রসূল	দূত
আন-নাবী	ধর্ম প্রবর্তক
আল-উম্মী	নিরক্ষর

আল হাশির	একমাত্রকারী
আল-মুনীর	আলোকজ্জ্বল
আস্-সিরাজ	প্রদীপ

জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত দশজন সহাবাদের নাম

১। আবু বকর	কুমারীর পিতা
২। উমর	আবাদকৃত
৩। উসমান	সাহায্য উপকৃত
৪। আলী	উন্নত
৫। ত্বলহা	খেজুর গাছের ফুল
৬। যুবাইর	শক্তিশালী
৭। আবদুর রহমান	করুণাময়ের দাস
৮। সা'দ	সৌভাগ্য
৯। সাঈদ	সৌভাগ্যবান
১০। আবূ 'উবাইদাহ্	ছোট দাস

রসূলুল্ল-হ ﷺ-এর স্ত্রীদের নাম

১। খাদীজাহ্	অসম্পূর্ণ।
২। সাওদাহ্	খেজুর গাছের পূর্ণভূমি।
৩। 'আয়িশাহ্	জীবন্ত।
৪। হাফসাহ্	একত্রিত।
৫। যায়নাব	সুগন্ধি ফুল।
৬। জুওয়াইরিয়া	প্রবাহিত ধারা।
৭। মাইমূনাহ্	বারকাত প্রাপ্তা।
৮। সুফইয়া	ছাটাইকৃত।
৯। মা-রিয়া	বাছুরওয়ালী গাভী।
১০। রায়হা-না	ফুলের তোড়া।
১১। উম্মে সালামাহ্	নরম হাত-পা ওয়ালীর মা।
১২। উম্মে হাবীবাহ্	প্রিয় পাত্রীর মা।

রসূল ﷺ-এর ছেলে ও মেয়েদের নাম

১। কা-সিম	বণ্টনকারী।
২। ত্বইয়িব	উৎকৃষ্ট।
৩। ত্ব-হির	পবিত্র।
৪। ইবরা-হীম	পিতাদের পিতা।
৫। যায়নাব	একটি সুগন্ধি ফুল।
৬। রুকাইয়্যাহ	উন্নতশীলা।
৭। উম্মে কুলসুম	স্বাস্থ্যবানের মা।
৮। ফা-তিমাহ্	দুধ ছাড়ানো শিশুর মা।

কয়েকজন সহাবার নাম

১। আনাস	অন্তরঙ্গ।
২। আওস	দান।
৩। উসাইদ	ছোট সিংহ।
৪। আসমার	রাতের কাহিনী বর্ণনাকারী।
৫। আসলাম	অধিক নিরাপদ।
৬। অস্ওদ	সরদার।
৭। হুসাইন	ছোট সুন্দর।
৮। আফ্লাহ	অতি সফল।
৯। হাবীব	প্রিয়।
১০। ইয়া-স	দান।
১১। হাজ্জাজ	অতি উদ্যোগী।
১২। উমা-মাহ্	সিংহ।
১৩। হা-ত্বির	পরিশ্রমী।
১৪। উবাই	আত্মনির্ভরশীল।
১৫। হা-রিস	উদ্যোগী।
১৬। বিলাল	সিক্ত।
১৭। খাব্বাব	নিজের জিনিস প্রতিরোধকারী।
১৮। বুরাইদাহ্	ঠাণ্ডা।
১৯। খা-লিদ	দীর্ঘমেয়াদী।
২০। তামীম	মজবুত।

২১। রা-ফি	উন্নত।
২২। জাবির	ক্ষতিপূরক।
২৩। জারীর	আকর্ষক।
২৪। জা'ফার	প্রচুর দুধের অধিকারী।
২৫। হামযাহ	সিংহ।
২৬। হাসসান	অতি সুন্দর।
২৭। হুযাইফা	ছাটাইকৃত।
২৮। যায়দ	বাড়তি।
২৯। মিয়াদ	বৃদ্ধিপ্রাপ্ত।
৩০। সুহাইল	একটি তারকার নাম।
৩১। সালমান	অধিক নিরাপদ।
৩২। সা-লিম	নিরাপদ।
৩৩। ত্বরিক	রাতে আগমনকারী।
৩৪। তুফাইল	নরম।
৩৫। আসিম	প্রতিরোধকারী।
৩৬। আমির	আবাদকারী।
৩৭। 'উবাইদ	ছোট দাস।
৩৮। 'আতিয়্যাহ	দান।
৩৯। 'আমর	জীবন।
৪০। ফাযল	অনুদান।
৪১। কা'ব	উন্নত।
৪২। মু'আয	আশ্রিত।
৪৩। মুআওয়ায	আশ্রিত।
৪৪। মুসাইয়্যিব	মুক্তকারী।
৪৫। মুগীরাহ্	আত্মমর্যাদায় উদ্বুদ্ধকারী।
৪৬। মাহমুদ	প্রশংসিত।
৪৭। মা'মার	আবাদকৃত।
৪৮। নু'মান	স্বাচ্ছন্দ্য।
৪৯। নাঈম-	স্বচ্ছল, কৃপাপূর্ণ।
৫০। ওয়ালীদ	বালক।
৫১। হিশাম	নতুন বালক।
৫২। হাম্মাম	খুবই উদ্যোগী।
৫৩। ইয়াযীদ	বৃদ্ধিপ্রাপ্ত।

কয়েকজন মহিলা সহাবার নাম

আসমা	উন্নতশীলা।
উনাইসা	প্রিয়া।
উমামাহ্	অগ্রবর্তিনী।
বুসরাহ্	টাটকা জিনিস।
বারীরাহ্	সুব্যবহারকারিণী।
জামীমাহ্	ধৈর্যশীলা।
খওলাহ	দান, হরিণী।
খানসা	একাকিনী।
সালামাহ্	বিপদমুক্ত।
রুমাইয়া	দূরকারিণী।
সালমা	নিরাপদ।
যুসাইরাহ্	সবলা।
সুহাইমাহ্	অংশীদারিণী।
মাইমূনাহ	বৃদ্ধিপ্রাপ্ত।
শিফা	আরোগ্য।
লুকমাহ	খাঁটি জিনিস।
আমরাহ	মাথায় রাখার জিনিস।
কাইলাহ	সর্দারণী।
যুবাইআহ্	সম্মানে ও সৌন্দর্যে অগ্রবর্তিনী।

কয়েকজন তাবিঈর নাম

ইয়ায়শী	জীবন্ত।
আবা-ন	প্রকাশ।
অকী	মজবুত।
হাম্মাদ	অতি প্রশংসাকারী।
না-সিহ	উপদেশক।
যুহ্বাহ	সৌন্দর্য।
নাযর	লাবণ্য।
যুহাইর	চমৎকার।
না-ফি	উপকারী
যামীল	সাথী।
মুখতার	পছন্দনীয়।

সাইয়্যার	খুবই চলন্ত।
মুখাল্লাদ	দীর্ঘায়ু।
শাকীক্ব	সঠিক পথপ্রাপ্ত।
কাতাদাহ্	কষ্ট সংগ্রহণকারী।
'আতা	দান।
গালিব	বিজয়ী।
'উতবাহ্	উপত্যকার মোড়।
আলা	উন্নতি।

আল্ল-হর নামের সাথে যোগ করে নাম

'আবদুল্ল-হ	আল্ল-হর দাস।
'আমানুল্ল-হ	আল্ল-হর নিরাপত্তা।
'আসাদুল্ল-হ	আল্ল-হর সিংহ।
'আত্বাউল্ল-হ	আল্ল-হর দান।
ফাযলুল্ল-হ	আল্ল-হর অনুগ্রহ।
সানাউল্ল-হ	আল্ল-হর গুণাগুণ।
ফাইযুল্ল-হ	আল্ল-হর বিশেষ দান।
বাশীরুল্ল-হ	আল্ল-হর সুসংবাদবাহক।
হামীদুল্ল-হ	আল্ল-হর প্রশংসাকারী।
অলিউল্ল-হ	আল্ল-হর বন্ধু।
শাহীদুল্ল-হ	আল্ল-হর সাক্ষী।
নাসরুল্ল-হ	আল্ল-হর সাহায্য।
হাফিযুল্ল-হ	আল্ল-হর চৌকিদার।
সালীমুল্ল-হ	আল্ল-হ কর্তৃক নিরাপদ।
আহমাদুল্ল-হ	আল্ল-হর অধিক প্রশংসাকারী।
আতীকুল্ল-হ	আল্ল-হর বাধ্য।
আলীমুল্ল-হ	আল্ল-হর জ্ঞানী।
নূরুল্ল-হ	আল্ল-হর আলো।
রিযাউল্ল-হ	আল্ল-হর সন্তুষ্টি।
হাবীবুল্ল-হ	আল্ল-হর প্রিয়।
আমীনুল্ল-হ	আল্ল-হর আমানাতদার।
উবাইদুল্ল-হ	আল্ল-হর ছোট দাস।
মাহমুদুল্ল-হ	আল্ল-হর প্রশংসিত।
কালীমুল্ল-হ	আল্ল-হর প্রবক্তা।
ইহসানুল্ল-হ	আল্ল-হর অনুগ্রহ।
ইমদাদুল্ল-হ	আল্ল-হর সাহায্য।

'দীন' শব্দ যোগ করে নাম

আইনুদ্দীন	ধর্মের ঝরণা।
যাইনুদ্দীন	ধর্মের সৌন্দর্য।
আমীনুদ্দীন	ধর্মের আমানাতদার।
'আলীমুদ্দীন	ধর্মের জ্ঞানী।
কালীমুদ্দীন	ধর্মের প্রবক্তা।
মুনীরুদ্দীন	ধর্মকে আলোকিতকারী।
নাযীমুদ্দীন	ধর্মের ব্যবস্থাকারী।
ফাসীহুদ্দীন	ধর্মের বাকপটু।
নূরুদ্দীন	ধর্মের জ্যোতি।
জিয়াউদ্দীন	ধর্মের আলো।
শামসুদ্দীন	ধর্মের সূর্য।
কামরুদ্দীন	ধর্মের চাঁদ।
বাদরুদ্দীন	ধর্মের পূর্ণ চন্দ্র।
হিলালুদ্দীন	দীনের চাঁদ।
নাজমুদ্দীন	দীনের তারকা।
তা-জুদ্দীন	দীনের মুকুট।
বুরহা-নুদ্দীন	দীনের প্রমাণ।
শফিউদ্দীন	দীনের সুপারিশকারী।
রফীউদ্দীন	দীনকে উন্নতকারী।
ত্বকীউদ্দীন	দীনকে রক্ষাকারী।
হাফীজুদ্দীন	দীনের চৌকিদার।
না-সিরুদ্দীন	দীনের সাহায্যকারী।
গিয়াসুদ্দীন	দীনের সাহায্যকারী।
মুহিউদ্দীন	দীনকে জীবন্তকারী।
ফাইযুদ্দীন	দীনের বিশেষ দান।
হামীদুদ্দীন	দীনের প্রশংসাকারী।
মুফীযুদ্দীন	দীনের উপকারী।

সিরাজুদ্দীন	ধর্মের প্রদীপ।
মিসবা-হুদ্দীন	ধর্মের বাতি।
সালা-হুদ্দীন	ধর্মের সততা।
কাসীমুদ্দীন	ধর্মের বণ্টনকারী।
রফীকুদ্দীন	ধর্মের সাথী।
রশীদুদ্দীন	ধর্মের পথপ্রদর্শক।
সাইফুদ্দীন	ধর্মের তলোয়ার।
আলাউদ্দীন	ধর্মের উন্নতি।
জালালুদ্দীন	ধর্মের গাম্ভীর্য।

ইসলাম শব্দ যোগ করে নাম

আমিরুল ইসলাম	ইসলামের নেতা।
আমিনুল ইসলাম	ইসলামের আমানাতদার।
মুনীরুল ইসলাম	ইসলামের আলোকিতকারী।
না-সিরুল ইসলাম	ইসলামকে সাহায্যকারী।
মুশীরুল ইসলাম	ইসলামের পরামর্শদাতা।
নূরুল ইসলাম	ইসলামের জ্যোতি।
জিয়াউল ইসলাম	ইসলামের আলো।
শামসুল ইসলাম	ইসলামের সূর্য।
বাদরুল ইসলাম	ইসলামের পূর্ণ চন্দ্র।
নাজমুল ইসলাম	ইসলামের তারকা।
তাজ-উল ইসলাম	ইসলামের মুকুট।
ফাইযুল ইসলাম	ইসলামের বিশেষ দান।
সিরাজুল ইসলাম	ইসলামের প্রদীপ।
মিসবাহুল ইসলাম	ইসলামের বাতি।
রফীকুল ইসলাম	ইসলামের সাথী।
রবীউল ইসলাম	ইসলামের বসন্ত।
শফীকুল ইসলাম	ইসলামের স্নেহধন্য।
রশীদুল ইসলাম	ইসলামের পথপ্রদর্শক।
সাইফুল ইসলাম	ইসলামের তরবারি।
আসাদুল ইসলাম	ইসলামের সিংহ।
রিয়াযুল ইসলাম	ইসলামের বাগান।
সায়ীদুল ইসলাম	ইসলামের ভাগ্যবান।
শাহীদুল ইসলাম	ইসলামের সাক্ষী।
ত্বরীকুল ইসলাম	ইসলামের পথ।
মিনহাজুল ইসলাম	ইসলামের পদ্ধতি।
আইনুল ইসলাম	ইসলামের ঝরণা।
যাইনুল ইসলাম	ইসলামের সৌন্দর্য।
আযীযুল ইসলাম	ইসলামের প্রিয়।
আনীসুল ইসলাম	ইসলামের অন্তরঙ্গ।
হাসীবুল ইসলাম	ইসলামের হিসাবরক্ষক।
হাফীযুল ইসলাম	ইসলামের চৌকিদার।
হা-যিকুল ইসলামের	ইসলামের পারদেশী।
ত্বীবুল ইসলাম	ইসলামের চিকিৎসক।
নাজরুল ইসলাম	ইসলামের মানত।
মুজাহিদুল ইসলাম	ইসলামের যোদ্ধা।
শুজাউল ইসলাম	ইসলামের বীর।
মুশরিদুল ইসলাম	ইসলামের পথপ্রদর্শক।
মুযাহিদুল ইসলাম	ইসলামের প্রকাশক।
কা-শিফুল ইসলাম	ইসলামের বিকাশক।
মুয়ীনুল ইসলাম	ইসলামের সাহায্যকারী।

'রহমান' শব্দ যোগ করে নাম

আব্দুর রহমান	করুণাময়ের দাস।
উবাইদুর রহমান	দয়াময়ের ছোট দাস।
আতাউর রহমান	করুণাময়ের দান।
আতীউর রহমান	দয়াময়ের দান।
আযীযুর রহমান	দয়াময়ের প্রিয়।
আনীসুর রহমান	করুণাময়ের অন্তরঙ্গ।
হাবীবুর রহমান	করুণাময়ের বন্ধু।
হাফীযুর রহমান	দয়াময়ের চৌকিদার।
হাসীবুর রহমান	করুণাময়ের হিসাবরক্ষক।
হামীদুর রহমান	দয়াময়ের প্রশংসিত।
নূরুর রহমান	করুণাময়ের জ্যোতি।
যিয়াউর রহমান	দয়াময়ের আলো।
মুতীউর রহমান	করুণাময়ের বাধ্য।

নাম	অর্থ
মীযানুর রহমান	দয়াময়ের দাঁড়ি পাল্লা।
মাসীহুর রহমান	করুণাময়ের স্পর্শকারী।
মুখলিসুর রহমান	দয়াময়ের একনিষ্ঠ।
রিয়াযুর রহমান	দয়াময়ের বাগান।
বযলুর রহমান	দয়াময়ের দান।
ফযলুর রহমান	করুণাময়ের অনুগ্রহ।
ফাইযুর রহমান	দয়াময়ের বিশেষ দান।
শফীকুর রহমান	দয়াময়ের স্নেহশীল।
আতীকুর রহমান	করুণাময়ের স্বাধীন।
রিয়াউর রহমান	করুণাময়ের সন্তুষ্টি।
আমীনুর রহমান	দয়াময়ের আমানাতদাতা।
মাহমুদুর রহমান	দয়াময়ের প্রশংসনীয়।
মাহাবুবুর রহমান	করুণাময়ের প্রিয়।
মাসউদুর রহমান	করুণাময়ের আশীষপ্রাপ্ত।
মাহফুযুর রহমান	করুণাময়ের সংরক্ষিত।
মুস্তাফীযুর রহমান	দয়াময়ের বিশেষ দানপ্রাপ্ত।
মিরাজুর রহমান	করুণাময়ের সোপান।
সিরাজুর রহমান	করুণাময়ের প্রদীপ।
মিসবাহুর রহমান	দয়াময়ের বাতি।
আতাউর রহমান	দয়াময়ের দান।

'আলম' শব্দ যোগ করে নাম

নাম	অর্থ
আনীসুল আলম	দুন্ইয়ার অন্তরঙ্গ।
যিয়াউল আলম	দুন্ইয়ার আলো।
মানযুল আলম	দুন্ইয়ার গ্রহণীয়।
শামসুল আলম	দুন্ইয়ার সূর্য।
বাদরুল আলম	দুন্ইয়ার পূর্ণ চন্দ্র।
মিসবাহুল আলম	দুন্ইয়ার বাতি।
রফীকুল আলম	দুন্ইয়ার সাথী।
শফীকুল আলম	দুন্ইয়ার স্নেহধন্য।
নাজমে আলম	পৃথিবীর তারকা।
শাহীদুল আলম	দুন্ইয়ার সাক্ষী।
হাফিযুল আলম	দুন্ইয়ার চৌকিদার।
মাস'উদ আলম	পৃথিবীর ভাগ্যবান।
মুনিরুল আলম	দুন্ইয়াকে আলোকিতকারী।
মুয়িনুল আলম	দুন্ইয়ার সহায়ক।
মুনাওয়ার আলম	পৃথিবীর আলোকিত।
মুরশীদুল আলম	পৃথিবীর পথপ্রদর্শক।
মুফিদুল আলম	দুন্ইয়ার উপকারকারী।
মাহমূদুল আলম	দুন্ইয়ার প্রশংসিত।
'আযীযুল আলম	দুন্ইয়ার প্রিয়।
রিয়াজুল আলম	পৃথিবীর বাগান।
সাইফুল আলম	দুন্ইয়ার তরবারি।
রশীদুল আলম	দুন্ইয়ার পথপ্রদর্শক।
সিরাজুল আলম	দুন্ইয়ার প্রদীপ।
কামরুল আলম	দুন্ইয়ার চাঁদ।
মাকসুদ আলম	পৃথিবীর উদ্দেশ্য।
মাহবুব আলম	দুন্ইয়ার প্রিয়।
নূরুল আলম	দুন্ইয়ার জ্যোতি।

'হাক্ব' শব্দ যোগ করে নাম

নাম	অর্থ
নূরুল হাক্ব	সত্যের আলো।
রফীকুল হাক্ব	সত্যের সাথী।
খাত্বীবুল হাক্ব	সত্যের বক্তা।
রশীদুল হাক্ব	সত্যের পথপ্রদর্শক।
বাশিরুল হাক্ব	সত্যের সুসংবাদদাতা।
মিসবা-হুল হাক্ব	সত্যের বাতি।
সিরাজুল হাক্ব	সত্যের প্রদীপ।
সা-জিদুল হাক্ব	সত্যের সিজদাকারী।
নাসিমুল হাক্ব	সত্যের মৃদু বাতাস।
শামীমুল হাক্ব	সত্যের সুগন্ধি।
নাজমুল হাক্ব	সত্যের তারকা।
ক্বামারুল হাক্ব	সত্যের চন্দ্র।
আমীনুল হাক্ব	সত্যের আমানাতদার।
আইনুল হাক্ব	সত্যের ঝর্ণা।

'আব্দুল হাক্ব	সত্যের দাস।
'উবাইদুল হাক্ব	সত্যের ছোট দাস।
আনীসুল হাক্ব	সত্যের অন্তরঙ্গ।
শামসুল হাক্ব	সত্যের সূর্য।
বদরুল হাক্ব	সত্যের পূর্ণ চন্দ্র।
'আযীযুল হাক্ব	সত্যের প্রিয়।
মুবিনুল হাক্ব	সত্যের প্রকাশক।
অসীমুল হাক্ব	সত্যের সুদর্শন।
মা-জিদুল হাক্ব	সত্যের মাহাত্ম্য বর্ণনাকারী।
মি'রা-জুল হাক্ব	সত্যের সোপান।
মিনহা-জুল হাক্ব	সত্যের পদ্ধতি।
হামীদুল হাক্ব	সত্যের প্রশংসাকারী।
খাদিমুল হাক্ব	সত্যের সেবক।
রিযা-উল হাক্ব	সত্যের সন্তুষ্টি।
শফীকুল হাক্ব	সত্যের স্নেহশীল।

'বারী' শব্দ যোগ করে নাম

আব্দুর বারী	স্রষ্টার দাস।
উবাইদুল বারী	স্রষ্টার ছোট দাস।
আইনুল বারী	স্রষ্টার ঝর্ণা।
নাজমুল বারী	স্রষ্টার তারকা।
খাইরুল বারী	স্রষ্টার মাল।
বাযলুল বারী	স্রষ্টার দান।
হামীদুল বারী	স্রষ্টার গুণকীর্তনকারী।
আনীসুল বারী	স্রষ্টার বন্ধু।
যিয়াউল বারী	স্রষ্টার আলো।
রিযাউল বারী	স্রষ্টার সন্তুষ্টি।
যাহরুল বারী	স্রষ্টার ফুল।
শারফুল বারী	স্রষ্টার গৌরব।
সাহলুল বারী	স্রষ্টার নরম মাটি।
তা-লিবুল বারী	সৃষ্টিকর্তাকে অন্বেষণকারী।
মুরশিদুল বারী	স্রষ্টার পথপ্রদর্শনকারী।
সামীরুল বারী	সৃষ্টিকর্তার কাহিনী বর্ণনাকারী।
নাইলুল বারী	স্রষ্টার দান।
সাইফুল বারী	স্রষ্টার তলোয়ার।
যাইনুল বারী	সৃষ্টিকর্তার সৌন্দর্য।
রিয়াযুল বারী	স্রষ্টার বাগান।
নূরুল বারী	স্রষ্টার জ্যোতি।
হাবীবুল বারী	স্রষ্টার প্রিয়।
আতাউল বারী	স্রষ্টার দান।
ফাযলুল বারী	সৃষ্টিকর্তার অনুগ্রহ।
নাসরুল বারী	স্রষ্টার সাহায্য।
আহমাদুল বারী	স্রষ্টার অধিক প্রশংসাকারী।
আওনুল বারী	স্রষ্টার সাহায্য।

[illegible]

ছেলেদের নাম- আ

আহমাদ	অত্যন্ত প্রশংসাকারী।
আদাম	প্রথম মানুষ এবং নাবী 'আদাম' অর্থ গম বর্ণ বা গমের মত রঙ।
আদীব	সাহিত্যিক, শিক্ষিত, মার্জিত।
আযহার	ফুলের সমষ্টি, পুষ্পদান।
আসাদ	সিংহ, পশুরাজ।
আসলাম	নিরাপদ প্রাপ্ত।
আশরাফ	অত্যন্ত ভদ্র, সদবংশজাত।
আসগার	কনিষ্ঠ, সবচেয়ে ছোট।
আসআদ	অধিক ভাগ্যবান।
আহসান	অধিক সুন্দর।
আবীর	অতিক্রমকারী, সৌরভ।
আরাফাত	নেতৃত্ব লাভ করা।

আসীল	নির্ভেজাল, সম্ভ্রান্ত বংশজাত (সহাবীর নাম)।
আসীর	সম্মানিত।
আতহার	অধিক বিশুদ্ধ, পরিচ্ছন্ন, অত্যন্ত পবিত্র।
আবরার	পূণ্যবান।
আরমান	পানি জমা হওয়ার গর্ত।
আকরাম	বড় উট (সহাবীর নাম)
আকরাম	অতীব সম্মানিত, অত্যন্ত সম্ভ্রান্ত।
আমান	নিরাপত্তা।
আমজাদ	মহাগৌরবময়, অতীব সম্মানিত।
আমীন	বিশ্বস্ত (নবুওয়াত প্রাপ্তির পূর্বে রসূলুল্লাহ ﷺ-এর উপাধি)।
আনাস	বন্ধু (সহাবীর নাম)।
আইয়ুব	ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা (বিখ্যাত এক নাবীর নাম)।
আদনান	অধিবাসী, বাসিন্দা।
আদীল	অনুরূপ।
আবিদ	ধর্মনিষ্ঠ, 'ইবাদাতকারী।
আদিল	ন্যায়পরায়ণ।
আরিফ	অভিজ্ঞ।
আসিম	রক্ষক।
আকীল	বুদ্ধিমান।
আমির	জনসমাবেশ।
আব্বাস	সিংহ, বীর পুরুষ।
আত্তাব	চরিত্রবান।
আতা	দেন।
আশিক	প্রেমিক।
আজমাল	খুব সুন্দর।
আসিফ	যোগ্য ব্যক্তি।
আরজু	আকাঙ্ক্ষা।
আসিফ	যোগ্য ব্যক্তি।
আলী	উন্নত, মহান।
আনওয়ার	জ্যোতিমালা।
আযীম	অধিক শক্ত।
আজীম	বিরাট, বড়।
আমির	আবাদকারী।
আফীফ	পূণ্যবান, সচ্চরিত্রবান।
আশিক	প্রেমিক।
অসীম	সুদর্শন।
আশফাক	অতি স্নেহশীল।
আতীক্ব	বুদ্ধিমান।
আরিফ	আধ্যাত্মিক দৃষ্টি সম্পন্ন ব্যক্তি/পুণ্যবান ব্যক্তি।
আলমাস	হীরক।

মেয়েদের নাম- আ

আদীবা	সাহিত্যিকা, রুচিশীলা।
আসমা	অতুলনীয়, নামসমূহ।
আসীয়া	দৃঢ় খুঁটি।
আসীলা	নিখুঁত, নির্ভেজাল।
আফনান	গাছের শাখা প্রশাখা, পল্লব।
আমানী	শান্তিপূর্ণ, নিরাপদজন।
আমিনা	শান্তিপূর্ণ, নিরাপদজন।
আমীরা	রাজকুমারী।
আমীনা	বিশ্বস্ত, নির্ভরযোগ্য।
আমাত	দাসী, বান্দী।
আতীইয়া	উপহার দান।
আফীফাহ	সচ্চরিত্রবান, পুণ্যবান।
আমীয়াহ	পুণ্যবতী
আতীকাহ	স্বাধীন, পুরাতন।
আশা	ক্ষীণ দৃষ্টি সম্পন্ন ব্যক্তি।
আবিদা	'ইবাদাতকারী, ধর্মনিষ্ঠা।
আতিকা	পবিত্র, স্বাধীন।
আরিফা	অভিজ্ঞা মহিলা।

আসিমা	সুরক্ষিতা।
'আতিকাহ্	স্নেহশীলা।
আলীয়া	উন্নত।
'আয়িশাহ্	সৌভাগ্যশালিনী।
আতীকা	গৌরবময়ী, ভদ্র, বুদ্ধিমতি।
আদীলা	সমতা।
আনীক্বাহ্	রূপসী, প্রফুল্ল।
আনজুম	তারা।
আনজুমান	মাহফিল।
আযীযা	সম্মানীয়া, প্রিয়তমা।
আসীলা	মাধুরী, মধুমতী।
আসমা	বিরল, মূল্যবান।
'আতীয়াহ্	উপহার।
আযীযা	উদার উন্নত।
আকীলা	উত্তম।
আফনান	পল্লব, শাখা।
আইদাহ	সাক্ষ্যকারিণী।
আতিরা	সুগন্ধী।

ছেলে- ই, ঈ, উ

ইদরীস	অধ্যয়ন।
ইবরাহীম	স্নেহময় পিতা।
ইসহাক	গভীরতা, অনুতপ্ত।
ইসমাঈল	হে আল্লাহ আমার প্রার্থনা শুন।
ইরফান	প্রজ্ঞা, মেধা।
ইমরান	সভ্যতা।
ইহসান	অনুগ্রহ, অনুগ্রহ করা।
ইরশাদ	পথপ্রদর্শন।
ইয়াসির	স্বচ্ছল।
ইয়ামিন	শক্তি।
ইজায	মু'জিযা।
ইফতিখার	গৌরবান্বিত বোধ করা।
ইকবাল	সম্মুখে আসা।
ইমতিয়ায	বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত হওয়া।
ইমদাদ	সাহায্য করা।
ইহতিশাম	লজ্জিত হওয়া, ক্রোধান্বিত হওয়া।
ইশতিয়াক	অনুরাগ।
ইয়াহইয়া	বাঁচবে।
'ঈসা	জীবন্ত গাছ।
'উসমান	এক ধরনের পাখির নাম।
'উবাইদ	ছোট গোলাম, বান্দা।
আতাবাহ	দরজার সিড়ি, সোপান।
উযায়ের	মার্জিত।
'উমার	এক ধরনের গাছ যা দীর্ঘদিন জীবিত থাকে।
উসামাহ্	বাঘ।

মেয়ে- ই, উ

ইফফাত	পবিত্র ধার্মিকা।
ইসয়া	উজ্জ্বলতা।
ইশরাত	সদ্ব্যবহার।
ইয়াসমিন	চামেলী ফুল।
উলফা	স্নেহ, ভালবাসা।
উমামা	মাতৃত্বের শ্রেষ্ঠত্ব।
উসনীয়া	আশা, অভিলাশ।
উমাইয়া	দাসী।
উমাইরাহ্	এক ধরনের গাছ যা দীর্ঘদিন জীবিত থাকে।
ইসমাহ	সতী, পবিত্রা।
ইশরাত	সদ্ব্যবহার, পরস্পর মিল মুহাব্বাত।

ছেলে- ও

ওয়াসিক	সুনিশ্চিত।
ওয়াসিল	তাল গাছের আঁশ দ্বারা নির্মিত দড়ি।

ওয়াজিদ	প্রাপক।
ওসাম	পদক।
ওসীম	সুদর্শন।
ওয়াক্কাস	ভঙ্গকারী।
ওফকাদ	প্রাণবন্ত।
ওয়াহিদ	এক।
ওয়াসীম	সুদর্শন।
ওয়াকার	মর্যাদা।
ওয়াদূদ	বন্ধু।

মেয়ে- ও

ওয়াজিদা	ভালবাসা।
ওয়াফীয়া	বিশ্বাসযোগ্য, পরিপূর্ণকারিণী।
ওয়াজদীয়া	আবেগময়ী।
ওয়াহীদা	তুলনাবিহীন।
ওয়াসীমা	লাবণ্যময়ী।
উফীয়া	বিশ্বস্তা।
ওলীযা	সমর্থক।
ওয়াজীহা	সম্ভ্রান্ত নারী।
ওয়ালীজা	প্রকৃত বন্ধু।

ছেলে- ক

কাসিম	বন্টনকারী
কাবিল	নিরাপত্তার বাহন।
কাফিল	জিম্মাদার।
কায়িম	ক্রোধে যে শান্ত থাকে।
কাবীর	শ্রেষ্ঠ, বৃহৎ।
কালীম	বক্তা।
কামাল	পরিপূর্ণতা।
কাসীর	বেশী।
কুদরত	শক্তি।
কিফায়াত	যথেষ্ট।
কাওসার	জান্নাতের বিশেষ নহর।
কায়স	পরিমাণ।

মেয়ে- ক

ক্বিসমা–	আনন্দিতা।
কাযিমা	ক্রোধ সংবরণকারিণী।
কামিলা	পরিপূর্ণ, বিশুদ্ধ চরিত্র।
কাবীরা	বড়।
কারীমা	উচ্চমনা।
কাওসার	জান্নাতের ঝর্ণা।
কাযিমাহ	রাগ দমনকারী।
কুলসুম	দানশীলা।

ছেলে- খ

খালিদ	স্থায়ী।
খুযাইমা	ছোট ঘাস।
খুরশিদ	সূর্য, আলো।
খাত্তাব	বক্তা।
খালদূন	বেশী বয়স্কা।
খলীল	বিশ্বস্ত বন্ধু।
খাদীম	সেবক।

মেয়ে- খ

খালিদা	স্থায়ী।
খাদীজা	অকালীয় কন্যা।
খালীলা	বান্ধবী, সখী।
খাওলা	হরিণী।
খায়রিইয়া	দানশীল।
খালিদা	দীর্ঘায়ু।
খুরশিদা	সূর্য, আলো।

ছেলে- গ

গালিব	জয়ী।
গিয়াস	সাহায্য।
গাউস	সাহায্যকারী।

মেয়ে- গ

গালিবা	বিজয়িনী।
গাযালা	হরিণী।
গাইসা	সাহায্য।
গুফরান	ক্ষমা।
গাজী	বিজয়ী বীর।

ছেলে- জ, য

জাবির	প্রভাবশালী।
জাফর	ছোট নদী।
জামাল	সৌন্দর্য।
জামীল	সুন্দর।
জুনায়েদ	ছোট সৈন্য দল।
জাওয়াদ	উদার, মহৎ।
জিয়াদ	ঘোড়া রাখার স্থান।
জাবিদ	চিরন্তন।
জালাল	বড় কাজ।
জাহান	পৃথিবী।
যুবায়ের	সাহসী,জ্ঞানী ব্যাক্তি।
যাকির	যিক্‌রকারী।
যহীর	পুস্প মুকুল।
যায়িদ	আধিক্য।
যিয়া	আলো।
যারী র	হাসিখুশী।
যুহুর	প্রকাশ।

মেয়ে- জ, য

জাদীদা	নতুন।
জারীন	সোনালী বর্ণ।
জাসরা	সাহসিনী।
জামীলা	সুন্দরী।
জাফনাস	দানশীলা, বড়পাত্র।
জুমাইমা	লতার নাম।
জান্নাতুল	বাগান, বেহেশত।
জাকিয়াহ	বুদ্ধিমতি মিষ্টি।
জাফনুন	চোখের পাতা।
জহ্‌রাহ	সাহায্যকারিণী।
জারীফাহ	মার্জিত বুদ্ধিমতি।
যারিইয়াহ	বালিকা, নৌকা।
যাইনা	নেত্রী।
যায়নাব	সুগন্ধিময় ফুল।
যাকিরা	স্মরণকারিণী।
যাহিরা	দীপ্যমান।
যুবাইদাহ	কিছু মাখন, আল্প-হভীরু।
যারকা	নীল।
যুহরা	সৌন্দর্য।
যীনাত	সৌন্দর্য।
যীরাহ	রেশমী কাপড়ের টুকরা।

ছেলে- ত

তাসলীম	অভিবাদন।
ত্বালহা	আরাম প্রিয়।
তামীম	পূর্ণাঙ্গ, নিখুঁত।
তাওফীক	সফলতা, অনুগ্রহ, সামর্থ্য।
তাক্বী	আল্প-হভীরু।
তানভীর	আলোক দান করা।
ত্বারিক	প্রভাতের তারা।
ত্বালিব	অন্বেষক।
তুফাইল	ছোট বালক, নরম মনের অধিকারী।
ত্বইয়িব	ভাল।
তাওহীদ	একত্ববাদ।
তাহির	চরিত্রবান, পবিত্র।
ত্বাবীব	ডাক্তার।

মেয়ে- ত

তাসনীম	জান্নাতী ঝর্ণা।
তামান্না	কামনা, বাসনা।
তামীমা	মাদুলী, কবচ।
ত্বীবাহ	সুগন্ধি, উত্তম স্বাদ।
ত্বহীরা	পবিত্র।
ত্বাইয়িবা	পবিত্র মনোরমা।
তাবাস্সুম	মিষ্টি হাসি, মৃদু হাসা।
তাসলীমা	জান্নাতের একটি নহর।
তাজ্ব	মুকুট।
তাহ্সীন	সুন্দর, সুন্দর করা।
তাহ্মীনা	মূল্যবান।
তাহ্সিনা	প্রশংসা করা।

ছেলে- দ

দিলদার	হৃদয়বান।
দৌলত	ধন-সম্পদ।
দাবীর	চিন্তাবিদ।
দিলওয়ার	হৃদয় আকর্ষণকারী।
দাইয়ান	বিচারক।
দীদার	সাক্ষাৎ।
দাহীর	বৈশিষ্ট্যপূর্ণ।

মেয়ে- দ

দিলরুবা	প্রেমিকা।
দীনা	বিশ্বাসী।
দাহ্কা	হাসিখুশী স্ত্রীলোক।
দীবা	সোনালী।

ছেলে- ন

নাবিল	তীরন্দাজ।
নাদির	মুসাফির।
নাসির	সাহায্যকারী।
নাবীহ	উচ্চবংশীয়।
নাবীল	উদার, তীর নিক্ষেপকারী।
নাজীব	সম্মানীয়।
নাদীম	অন্তরঙ্গ বন্ধু।
নাযীর	সতর্ককারী।
নাসীম	শীতল হাওয়া।
নাসীব	উচ্চবংশীল।
নু'মান	রক্তবর্ণ।
নায়ীম	সুখ।
নাফীস	মূল্যবান।
নাওয়াফ	উচ্চ।
নাওফাল	উপহার দান।
নাযিম	ব্যবস্থাপক, সংগঠক।
নাহিদ	ব্যাঘ্রসংকুল ঝোপঝাড়।
নাজমুল	নক্ষত্র।
নাজিম	উদীয়মান।
নাঈম	নরম।
নিহাল	চারাগাছ।
নিসার	উৎসব।
নাসিফ	চাকর।
নাকীব	দলনেতা।
নাসীফা	গোপন তথ্য কাটার দাগ।
নিসার	উৎসর্গ।
নিয়ায	উৎসর্গ।

মেয়ে- ন

নায়েলা	বিজয়িনী।
নাদীয়া	কোমল।

নাবীলা	উদার।
নাবীহা	বুদ্ধিমতি।
নাজলা	সুনয়না।
নাজমা	তারকা।
নাজীবা	সম্মানীয়।
নাজীয়া	প্রিয় বান্ধবী, মুক্তি।
নাদীমা	শীতল।
নাযীফা	পরিচ্ছন্ন।
নাঈমাহ	সুখ।
নাসীকা	দামী।
নাওলাহ	উপহার।
নাওফা	উচ্চ।
নাযীমা	স্বচ্ছল।
নাফীসা	বহুধন।
নূরুন্নাহার	দিনের আলো।
নদীয়া	সমবেত হওয়ার স্থান।
নাদিরা	দুর্লভ।
নার্গিস	ফুলের নাম।
নাসীমা	শীতল বায়ু।
নাসরীন	উজ্জীবিত করা।
নুসরাত	লাবণ্য,সাহায্য করা।
নীলুফার	পদ্ম ফুল।
নাজ্জীবাহ	ভদ্র, সচ্চরিতা।
নূরী	আলোকময়।
নুহা	বুদ্ধি, মেধা।
নিশাত	আনন্দ, খুশী।
নাওশিন	মিষ্টি।
নাওরীন	ফুলের পাপড়ি।
নাশিতা	আনন্দিতা, উদ্যমী।
নুহা	বুদ্ধি, মেধা।
নুবা	বুদ্ধিমত্তা।
নারজীস	সুগন্ধি ফুল।
নুসাইবাহ্	উচ্চ বংশীয়া।

ছেলে– ফ

ফাতিহ	বিজয়ী।
ফারিস	ঘোড় সওয়ার।
ফারুক	সত্য, মিথ্যার পার্থক্যকারী।
ফাজিল	বিদ্বান, অতিরিক্ত।
ফায়িয	সফলকাম।
ফারহান	আনন্দিত।
ফযলু	অনুগ্রহ, কৃপা।
ফযল	গুণ, কৃপা।
ফাহীম	বিবেচক, সূক্ষ্মদর্শী।
ফুয়াদ	হৃদয়।
ফাইয়াম	উদার।
ফায়সাল	মধ্যস্থকারী।
ফরীদ	অনন্য।
ফাসীহ	বাকপটু, শুদ্ধভাষী
ফাহাদ	সিংহ।
ফারুক	সত্য-মিথ্যার পার্থক্যকারী।
ফিরোজ	সমৃদ্ধশীল।
ফারহাত	আনন্দ, খুশী।
ফাইয়াজ	উদার, দাতা।
ফুরাদ	অতুলনীয়।
ফুয়াদ	অন্তর, হৃদয়।

মেয়ে– ফ

ফাদীয়া	মুক্তিযোদ্ধা।
ফাতিমা	স্তনত্যাগী শিশু।
ফায়েযা	বিজয়িনী।
ফারীদা	অদ্বিতীয়া।
ফারহানা	আনন্দিত।
ফাসীহা	বাকপটু।
ফাহীমা	তীক্ষ্ম বিচারবুদ্ধি সম্পন্ন।
ফাওযীয়া	সফল।

ফাইরুখা	মূল্যবান পাথর।
ফাযিলা	অনুগ্রহকারী।
ফারহা	আনন্দ।
ফারযানা	বুদ্ধিমতি।
ফারবীন	দীপ্তিময় তারা।
ফারিহা	সন্তুষ্ট।
ফাহমিদা	বুদ্ধিমতি।
ফিরুযা	মূল্যবান পাথর।
ফায়িযাহ	বিজয়িনী।
ফারিহা	সুন্দর তরুণী।

ছেলে- ব

বুরহান	প্রমাণ।
বাকর	অল্প বয়স উট।
বিলাল	ভিজা।
বারকাত	কল্যাণ।
বাশীর	সুসংবাদ বহনকারী।
বাহার	ঋতুরাজ বসন্ত।
বখতিয়ার	সৌভাগ্যবান।
বাতিন	দুর্বল, নিশ্চিত।
বুশাইর	সামান্য সুসংবাদবহনকারী।

মেয়ে- ব

বাতুল	কুমারী।
বাদরীয়া	পূর্ণিমা।
বারীইয়া	নির্দোষ।
বুশরা	শুভ সংবাদ।
বাশীরা	শুভ সংবাদদাত্রী।
বিলকিস	রাণী, সুলাইমান عليه السلام-এর স্ত্রীর নাম।

ছেলে- ম

মুহাম্মাদ	প্রশংসিত।
মাহমুদ	প্রশংসনীয়।
মামুন	বিশ্বাসযোগ্য।
মাহির	দক্ষ।
মুবাশ্বির	সুসংবাদদানকারী।
মুবীন	সুস্পষ্ট।
মুজাহিদ	জিহাদকারী।
মাহবুব	প্রিয়তম।
মুহসিন	পরোপকারী।
মাহফুয	সুরক্ষিত।
মুখতার	পছন্দনীয়।
মুখলিস	বিশ্বস্ত।
মুরাদ	ইচ্ছা।
মুফিদ	উপকারী।
মুয়াইজ	আশ্রয়প্রাপ্ত।
মুনতাশির	বিক্ষিপ্ত, ছড়ানো ছিটানো।
মাতাব	অন্যায় পরিত্যাগ করা।
মুরতাযা	পছন্দনীয়।
মুরশিদ	নির্দেশক, পথপ্রদর্শক।
মারওয়ান	ছোট পাথর।
মাযীদ	বৃদ্ধি।
মাসউদ	ভাগ্যবান।
মুসলিম	ইসলাম ধর্মে বিশ্বাসী, আত্মসমর্পণকারী।
মুশতাক	অত্যন্ত আকাঙ্ক্ষী।
মুশীর	পরামর্শদাতা।
মিসবাহ	প্রদীপ।
মুসাদ্দিক	সত্যবাদী।
মুস্তফা	নির্বাচিত।
মুসলিহ	সংস্কারক।
মুমতাজ	উৎকৃষ্ট।
মুবারক	বারাকাতময়।
মুসতাকীম	সরল সোজা।
মুতী	আনুগত্যকারী।
মুযাফফর	বিজয়ী।

নাম	অর্থ
মাযহার	আবির্ভাব।
মুস্তাফিল	উপকৃত।
মুস্তাফিয	উপকৃত।
মুহিব	সামর্থ্যবান, সু-প্রতিভা।
মুসাব্বির	রূপকার।
মিসবাহ	বাতি, বড় পেয়ালা।
মুয়াযযম	মহৎ, সম্মানিত, মহা, উন্নত।
মাহী	নির্মূলকারী।
মারুফ	বিখ্যাত।
মিরাজ	সিঁড়ি।
মাকসুদ	গন্তব্যস্থল, উদ্দেশ্য।
মুনীর	দীপ্তিমান।
মুরাদ	অভিপ্রায়, বাসনা।
মুনওয়ার	প্রদীপ্ত।
মিনহাজ	প্রশস্ত রাজপথ।
মাহতাব	চাঁদ।
মুদাব্বির	জ্ঞানী।
মুকাররম	সম্মানিত।
মুহাইমিন	তত্ত্বাবধানকারী।
মাহতাব	চাঁদ।
মাসরূর	আনন্দিত।
মানসুর	বিজয়ী, প্রতিশোধ গ্রহণকারী।
মাহদী	সৎভাবে পরিচালিত।
মাওদূদ	প্রিয়তম।
মুসলিহ	সংশোধক।
মু'আয	আশ্রয়প্রার্থী।
মুতাসিম	দৃঢ়ভাবে ধারণকারী।
মুয়াম্মার	বয়োজ্যেষ্ঠ বয়স্ক।
মুয়ীন	সাহায্যকারী।
মুনযির	সতর্ককারী।
মানযুর	গৃহীত।

মেয়ে- ম

নাম	অর্থ
মুনীরা	দীপ্তময়ী।
মায়মূনা	জয়ী।
মুতীয়া	অনুগতা।
মাজিদা	গৌরবময়ী।
মারিয়া	শুভ্র ও উজ্জ্বল।
মুবীনা	সুস্পষ্ট, প্রত্যক্ষ।
মাহবুবা	প্রিয়পাত্রী।
মুহসিনা	সুরক্ষিতা।
মাহমুদা	প্রশংসনীয়া।
মারজানা	দামী পাথর।
মারযুকা	ভাগ্যবতী।
মারযিয়া	সন্তুষ্ট।
মারইয়াম	কুমারী, 'ঈসা عليه السلام-এর মায়ের নাম।
মাযীদা	বৃদ্ধি।
মুশীরা	উপদেষ্টা।
মুতীয়া	অনুগতা।
মুয়ীনা	সাহায্যকারিণী।
মুফীদা	উপকারিণী।
মালীহা	মিষ্টি।
মুমতাযা	অপূর্ব।
মুনীবা	অনুতপ্তা, প্রত্যাবর্তনকারিণী।
মুনীরা	আলোকজ্জ্বল।
মুনীফা	সুউচ্চ।
মীনা	বন্দর।
মাহফুযাহ	সংরক্ষিতা।
মাসউদা	ভাগ্যবতী।
মাকবুলা	গ্রহণীয়।
মালীহা	সুন্দরী।
মুনীবা	অনুতপ্তা।
মুমিনা	বিশ্বাসিনী।
মাহফুজাহ	সুরক্ষিতা।
মুসলিমা	ইসলাম ধর্মের অনুসারী মহিলা।

মুশফিকা	দয়াবতী।
মুশতারী	বৃহস্পতি গ্রহ।
মাসুমা	পবিত্রা, নিষ্পাপ।
মাকসুদা	উদ্দেশ্য।
মমতাজ	মনোনীত, বিশিষ্ট, বিখ্যাত বিশেষ বৈশিষ্ট্যের অধিকারিণী।
মালিকা	সম্মানীয়া।

ছেলে – র

রাজী	আশাবাদী।
রাশিদ	হিদায়াতপ্রাপ্ত।
রাফিদ	দাতা, সাহায্যকারী।
রামিয	সম্মানিত ব্যক্তি, বুদ্ধিমান।
রাজা	আশা।
রুশ্দ	সাবালকত্ব।
রিযা	সন্তুষ্টি।
রাযীন	মূল্যবান ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন।
রাহীব	ধনবান, প্রাচুর্যপূর্ণ।
রিফায়া	উচ্চমর্যাদা সম্পন্ন।
রফীক	বন্ধু।
রাইহান	সুগন্ধযুক্ত গাছ।
রজব	আরবী মাসের নাম।
রিদওয়ান	পরিতৃপ্ত, শুভেচ্ছা।
রিয়ায	বাগানসমূহ।
রাফি	উচ্চ।
রাগিব	আকাঙ্ক্ষী।
রিয়াহ	পরমাণু।
রাব্বানী	আল্লা-হওয়ালা।
রাহাত	প্রশান্তি।
রওশান	উজ্জ্বল।
রানা	স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকা।
রাহমাত	অনুগ্রহপরায়ণ।

মেয়ে– র

রীমা	হরিণী।
রুম্মানা	ডালিম।
রুকাইয়া	আকর্ষণীয়।
রফীকা	বান্ধবী।
রফীয়া	উচ্চ মর্যাদা।
রযীয়া	খুশী।
রশীদা	হিদায়াতপ্রাপ্ত।
রসমীইয়া	নিয়মমাফিক।
রযীনা	গম্ভীর, প্রশস্ত।
রাযীয়া	সন্তুষ্ট, পছন্দনীয়।
রহীমা	স্নেহশীল।
রবীয়া	বসন্তকাল।
রামীয়া	নিক্ষেপকারিণী।
রাশিদা	হিদায়াতপ্রাপ্ত।
রাবিয়া	চতুর্থী।
রায়হানা	সুগন্ধময়ী ফুল।
রুকা	সুন্দরী।
রিফা	উত্তম সহযোগিনী।
রিফায়া	উচ্চ মর্যাদা।
রাফিযাহ	পরিত্যাগকারিণী।
রশীনা	সুন্দরী।
রশা	দড়ি।
রিজা	বাসনা।
রুবা	উঁচু স্থান।
রায়িদা	নেত্রী।
রাফিদা	পরিত্যাগকারিণী।
রুব্বাত	আরাম আয়েশ।
রিযওয়ানা	সন্তুষ্টি।
রুমানা	উপন্যাস।
রওশান	উজ্জ্বল।
রিহানা	বন্ধক রাখা।

ছেলে– ল

লাবীব	বিচক্ষণ।
লুকমান	জ্ঞানী।
লিয়াকত	যোগ্যতা।
লুবান	সুগন্ধি দ্রব্য।
লাত্বফান	কল্যাণকারী।

মেয়ে– ল

লামিয়াহ্	উজ্জ্বল
লুবানা	সারাংশ।
লুবনা	এক ধরনের গাছের নাম।
লাবীবাহ	বিচক্ষণা।
লীনাহ	খেজুর গাছের চারা।
লাইলা	রাত্রি সংক্রান্ত।
লাতীফা	সূক্ষ্মদর্শিনী।
লাবীবাহ	ধীশক্তি সম্পন্না।

ছেলে– শ

শাহীর	যশস্বী।
শাহীদ	সাক্ষী।
শামীম	সুগন্ধ, মর্যাদাপূর্ণ।
শাকীল	সুগঠিত।
শাফীক	স্নেহশীল।
শারীফ	সম্ভ্রান্ত।
শাহীর	বিখ্যাত নামী ব্যক্তি।
শারফ	সম্মান।
শাব্বার	তরুণ।
শাহেদ	সাক্ষী।
শাকির	ধন্যবাদদাতা।
শামসু	সূর্য।
শাউন	এজমানী।
শুজাউন	বীর।
শামাউন	মোমবাতি।
শিহাব	উজ্জ্বল তারকা।
শাহাদাত	সাক্ষ্য দেয়া।

মেয়ে– শ

শীমাহ	অভ্যাস, আচরণ।
শায়মা	শরীরের যতি চিহ্ন।
শামীমা	সুগন্ধ।
শাময়া	প্রদীপ।
শাহীরা	বিখ্যাত।
শাহীদা	সাক্ষী।
শাকূরা	অত্যন্ত কৃতজ্ঞ।
শাকীলাহ	সুশ্রী, সুগঠনা।
শাফীকা	স্নেহশীল।
শাফীয়া	মধ্যস্থকারিণী।
শিফা	আরোগ্য।
শারীকা	সম্মানিতা।
শাবীবা	তরুণী।
শাজীয়া	সাহসিনী।
শাহিদা	প্রত্যক্ষদর্শিনী।
শাহানা	রাজকুমারী।
শাবানা	রাত্রি।
শাহনাজ	রাজগর্ব।
শীরিন	মিষ্টি, প্রিয়।
শাহানূন	বোঝাই করা।
শারীকাহ্	ভদ্র।
শুরফা	অতিসম্মানী।
শাকিরাহ	কৃতজ্ঞতা প্রকাশকারিণী।
শায়িরাহ্	বুদ্ধিমতী।

ছেলে– স

সাহল	সহজ।
সিনান	বর্শা।
সামরা	সন্ধ্যাকালীন বৈঠক।

সালীম	নিরাপদ।
সুলায়মান	নিখুঁত।
সালমান	নিখুঁত।
সুলতান	বাদশাহ।
সুফইয়ান	সাফফান।
সয়ুদ	ভাগ্যবান।
সায়ীদ	পরমসুখী।
সাদী	সৌভাগ্যপূর্ণ।
সাদ	সৌভাগ্য।
সিরাজ	প্রদীপ।
সাজ্জাদ	বেশী সিজদাকারী।
সামী	সেমিটিক।
সালিম	নিরাপদ।
সাজিদ	সিজদাকারী।
সায়ফী	গ্রীষ্মকালীন।
সুহাইব	সহাবীর নাম।
সালাহ	সততা।
সাফওয়ান	মূল্যবান পাথর।
সিদ্দীক	অত্যন্ত বিশ্বাসী।
সাবাহ	উষালগ্ন।
সালিহ	ধর্মনিষ্ঠ।
সায়িদ	উদীয়মান।
সাদিক	সত্যবাদী, বিশ্বাসী।
সাবির	সহিষ্ণু।
সাকিব	উজ্জ্বল, প্রবহমান।
সালিম	নিরাপদ।
সাদাত	ভদ্র ও নেতৃস্থানীয় লোক।
সুবহান	পবিত্র।
সা'আদ	অধিক ভাগ্যবান।
সাইক	তলোয়ার।
সামীন	মূল্যবান সম্পদ।
সুনাইম	চরিত্রবান, সাহসী।
সুহাইল	একটি উজ্জ্বল নক্ষত্রের নাম।
সাক্বীফ	চালাক, বুদ্ধিমান ব্যক্তি।
সাগির	ছোট।
সফি	পবিত্র।
সাইয়িদ	সর্দার।
সাকিল	জং পরিষ্কারকারী।
সাখাওয়াত	দানশীলতা।
সাদাদ	সততা।
সাবির	সহিষ্ণু।

মেয়ে– স

সারীন	মিঠু।
সাওদা	খেজুর বাগান।
সাহলা	সহজ।
সালা	উজ্জ্বল।
সামীহা	মহানুভবা।
সুমাইয়া	সবমীয়া।
সামরা	শ্যামলী।
সামা	নীলিমা।
সুলতানা	সাম্রাজ্ঞী।
সুলাইমা	সালীমা।
সালীমা	নিখুঁত।
সালমাহ	সুশ্রী মেয়ে।
সুফাইলা	সাকালী।
সাফীনা	যেখানে আবাস ও নিশ্চয়তা পাওয়া যায়।
সায়ীদা	পরম সুখী।
সাদীয়া	সৌভাগ্যশালিনী।
সাদীদা	নির্দিষ্ট বস্তুতে আঘাতকারিণী।
সাখীইয়া	উন্নতমনা।
সুরাইয়া	তারকার নাম।
সামিরাহ	কল্যাণকর।
সাবিয়্যাহ	আহরিত মুক্তা।

সাকিনাহ	বাসস্থান।
সালিহা	সতী, নেককার নারী।
শিরিন	মিষ্টি।
সাবিহা	বালিকা।
সাবা	পূর্বের হাওয়া।
সাফা	পবিত্রা, আনন্দ।
সিতারা	পর্দা, আবরণ।
সাহেরা	সতর্ক প্রহরিণী।
সামীয়া	উঁচু।
সামেকা	লম্বা।
সীমা	কপাল।
সাজেদা	সিজদাকারিণী।
সুমাইয়া	নীরব।
সুফয়া	অত্যধিক সাধনাকারী।
সাফা	পবিত্রা।
সাদীকা	বান্ধবী।
সিদ্দীকা	অত্যন্ত।
সাবীয়া	কিশোরী।
সাবাহা	সৌন্দর্য।
সাবা	পূরবী বায়ু।
সালিহা	ধর্মপরায়ণা।
সাফিয়া	পবিত্রা।
সায়িদা	উদীয়মান।
সাদিকা	বিশ্বাসিনী।
সাবিরা	ধৈর্যশীলা।
সামিয়া	উঁচু।
সাদিয়াহ	সৌভাগ্য।
সামিহা	মহানুভবা।
সাবিরাহ	ধৈর্যশীলা।
সীতাহ	সুনাম, প্রসিদ্ধ।
সীরিন	মিষ্টি, মিধা।
সানিমুন	মযবুত, শক্তিশালী।

ছেলে- হ

হাশিম	যে শক্ত জিনিস ভাঙ্গতে সক্ষম।
হামযাহ্	তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমান।
হানী	সুখী।
হিশাম	উদার।
হায়সাম	সিংহ।
হিলাল	নতুন চাঁদ।
হুরাইরা	বিড়ালের ছোট বাচ্চা।
হানীফ	মাসিক।
হায়াত	জীবন।
হুসাইন	সুন্দর।
হুসাম	তরবারির ধার।
হারুন	প্রধান, রক্ষক।
হাসীব	গণ্যমান্য।
হিমায়িত	সহযোগিতা করা।
হারিস	পাহারাদার।
হাস্সান	অনেক সুন্দর।
হাম্মাদ	অত্যন্ত প্রশংসাকারী।

মেয়ে- হ

হাজেরা	দুপুর বেলা।
হানীয়া	সুখী।
হুমাইরা	রূপসী।
হালা	কান বালা।
হুদা	নির্দেশনা।
হাযীলা	পাতলা।
হামিদা	প্রশংসাকারিণী।
হাবিবাহ	প্রিয়তমা।
হুসনা	সুনাম, উত্তম পরিণতি।
হাসিনা	পরমা সুন্দরী।
হালিমা	ধৈর্যশীল।
হানিয়া	মনোরমা।
হাসনা	সুন্দরী, চমৎকার।

বাংলায় প্রচলিত ইসলামী শব্দার্থ

অ, আ

আল্ল-হ আল্ল-হ। আল্ল-হ এক ওঅদ্বিতীয়। তাই এ নামের দ্বিবচন হয় না। আল্ল-হ শব্দটি কোন বিশেষ ধাতু হতে সৃষ্ট নয়। আরবী ভাষায় এর হুবহু অর্থজ্ঞাপক কোন প্রতিশব্দ নেই। অন্য কোন ভাষায় আল্ল-হ শব্দের কোন অনুবাদও হয় না। সুতরাং খোদা, ঈশ্বর, ভগবান ইত্যাদি কোন শব্দই আল্ল-হ শব্দের সমপরিমাণ পরিচয় বহন করতে পারে না।

ওয়াহী আল্ল-হর বাণী বা গোপন ইঙ্গিত।

আখিরাত মৃত্যু পরবর্তী জীবন। আখিরাতে বলতে মৃত্যুর পর থেকে অনন্তকাল জীবনকে বুঝায়। ক্ববর, হাশর, হিসাব, পুলসিরাত ও জান্নাত-জাহান্নাম এর অন্তর্ভুক্ত।

আসমানী কিতাব নাবী-রসূলগণ আল্ল-হর নিকট হতে যেসব কিতাব লাভ করেছেন সেসব ধর্ম গ্রন্থকে আসমানী কিতাব বলে।

আযান কর্ণসমূহ, আহ্বান করা। সলাত (নামায) আদায় করার লক্ষ্যে মানুষকে একত্রিত করার জন্য নির্ধারিত আরবী বাক্য দ্বারা উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করাকে আযান বলে।

আক্বীক্বাহ কাঁটা, ছেঁড়া বা ফাঁড়া। শিশু জন্মের পর সপ্তম দিবসে নামকরণ ও মাথার চুল মুড়ানোর উপলক্ষে পশু কুরবানীর নাম 'আক্বীক্বাহ।

আসর দিনের শেষ অংশ, কাল সময়।

আল্লামা মহাজ্ঞানী।

আদল ইনসাফ, সুবিচার করা।

আবিদ ধর্মনিষ্ঠ।

আ-খির সর্বশেষ।

আদব শিষ্টাচার, আদব।

আমীর নেতা, শাসক।

আক্বীদা মনের বদ্ধমূল ধারণা, ধর্মীয় মৌলিক বিশ্বাস।

আওয়াল প্রথম।

আখলাক চরিত্র, স্বভাব; আখলাক হলো মানুষের সাথে পারস্পরিক সসুম্পর্ক, সৌহার্দ্য ও সৌভ্রাতৃত্ব বজায় রেখে সদাচার ও সৌজন্যমূলক ব্যবহার করা।

আ-মিন হে আল্ল-হ কবূল কর।

'আলিম জ্ঞানী।

আহল অনুসারীওয়ালা।

আসান সহজ।

আইয়্যামে জাহিলিয়াত অজ্ঞতার দিবসসমূহ, আইয়্যাম হলো সময়, যুগ, জামানা; জাহিলিয়্যাত হলো অজ্ঞতা, মূর্খতা। প্রাক ইসলামী অজ্ঞতার যুগ।

আহলে হাদীস হাদীসের অনুসারী; কুরআন ও সহীহ হাদীসের সরাসরি অনুসারী।

আনজুমান মাহফিল।

আশিক প্রেমিক।

ই

ইসলাম শান্তি, আনুগত্য করা, আত্মসমর্পণ করা। আল্ল-হর নিকট পূর্ণ আত্মসমর্পণকরা, বিনা দ্বিধায় তার আদেশ নিষেধ মেনে চলা এবং তার দেয়া বিধান অনুযায়ী জীবন যাপন করার নাম ইসলাম।

ইক্বামাত দাঁড় করানো। জামা'আত প্রতিষ্ঠা করা, আরম্ভ হবার আগে নির্ধারিত আরবী বাক্য দ্বারা সলাত (নামায) আরম্ভ হবার কথা ঘোষণা করাকেই ইক্বামাত বলে।

ইসতিনজা প্রসাব-পায়খানা করার পর পবিত্রতা অর্জন করাকে ইসতিনজা বলে।

ই'তিকাফ কোন অবস্থান করা, নির্দিষ্ট স্থানে আবদ্ধ হওয়া। পুরুষের জন্য নিয়্যাত সহ পাঁচ ওয়াক্ত সলাত আদায় হয় এমন মাসজিদে এবং মহিলাদের জন্য নির্দিষ্ট কোন স্থানে অবস্থান করাকে ই'তিকাফ।

ইহরাম দৃঢ়তা, পাকা সিদ্ধান্ত, পাকা সংকল্প, মাক্কায় প্রবেশের পূর্বে হাজ্জের নিয়্যাত করা। হাজ্জযাত্রী স্বাভাবিক অবস্থায় তার জন্য হারাম করে নিয়ে হাজ্জের আনুষ্ঠানিক নিয়্যাত করাকে ইহরাম বলে।

ইদ্দত তলাক অথবা মৃত্যুজনিত কারণে বিবাব বন্ধন ছিন্ন হবার পর যে সময়সীমার মধ্যে কোন নারী পুনরায় বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারে না তাকেই ইদ্দত বলে।

ইফতার অন্ন আহার, ইফতার। সিয়াম পালনকারী (রোযাদার) পানাহার করেছে।

ইত্তি'বা অনুসরণ।

ইখলাস আন্তরিকতা।

ইসতিগফার ক্ষমা চাওয়া।

ইলাহ মা'বূদ, উপাস্য।

ইখতিয়ার ইচ্ছাধীন।

ইত্তেহাদ একমত হওয়া।

ইলম জ্ঞান।

ইয়াকিন নিশ্চিত, বিশ্বাস, সত্য।

ইজমা ঐকমত্য।

ইসতিসকা পানি প্রার্থনা করা।

ইজতিহাদ শারী'আত গবেষণা।

ঈ

ঈমান বিশ্বাস, আল্ল-হ ও তার রসূল ﷺ-এর বিধি-বিধানসমূহের প্রতি বিশ্বাস ও মেনে চলাকে ঈমান বলে।

'ঈদুল ফিত্‌র আনন্দ ও সিয়াম (উপবাস/রোযা) ভঙ্গ করুন। সুদীর্ঘ একটি মাস আল্ল-হর নির্দেশ পালনার্থে সিয়াম রাখার পর বিশ্ব-মুসলিম এ দিনটিতে সিয়াম ভঙ্গ করে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আনন্দোৎসব করে বলে এর নামকরণ হয়েছে 'ঈদুল ফিত্‌র।

'ঈদুল আযহা বিশ্ব-মুসলিম পরম ত্যাগের নিদর্শন স্বরূপ যিলহাজ্জ মাসের ঐতিহাসিক দশ তারিখ,

মহাসমারোহে পশু যবাহের মাধ্যমে কুরবানীর যে আনন্দোৎসব পালন করে থাকেন তাই 'ঈদুল আযহা।

ঈলা কসম করা। যৌন সঙ্গম না করার কসম করা। পরিণতিতে নির্দিষ্ট মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে যাওয়ায় স্ত্রী আপনা-আপনি ত্বলাক হয়ে যায়।

ঈসায়ী খৃষ্টীয়, 'ঈসা (ﷺ)-এর অনুসারী।

উ

উম্মী অক্ষর জ্ঞানহীন।

উসূল মূলনীতিসমূহ, নিয়মাবলী, আইন-কানুন।

উম্মাত দল, গোত্র।

উম্মাহাতুল মুসলিমীন মুসলিমদের মা।

'উমরাহ যিয়ারাত, দর্শন। কতগুলো সুনির্দিষ্ট কার্যক্রমের সাথে বাইতুল্ল-হর (আল্ল-হর ঘর কা'বা) যিয়াআতকে 'উমরাহ্ বলে।

ও

ওযূ সুন্দর, পরিষ্কার। নির্ধারিত নিয়মে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতাকে ওযূ বলে।

ওয়াক্ফ বেঁধে রাখা কোন বস্তু আল্ল-হর মালিকানা রেখে তার উৎপাদন বা উপযোগকে গরীবদের মধ্যে কিংবা যে কোন কল্যাণ খাতে দান করাকে ওয়াক্ফ বলে।

ওয়াজিব অবশ্য করণীয়।

ওয়ালিদ পিতা।

ওয়াহ্দানিয়াত একত্ববাদ।

ওয়াসীলাহ্ কারণ, নির্ভর উপায়।

ওয়াসিয়্যাত আদেশ দান।

ওয়াজ উপদেশ।

ওফাত মৃত্যু।

ওয়াক্ত সময়।

ওয়ালী নৈকট্য।

ওয়ালিমা বিবাহ উৎসবের দা'ওয়াত।

ক

কসর কম করা, সংক্ষেপ করা। কোন ব্যক্তি ৪৮ মাইল দূরে সফরে বের হলে তার ফারয সলাত (নামায) সংক্ষেপ করবে অর্থাৎ ফাজ্র ও মাগরিব বাদে যুহর-২, 'আস্র-২ ও 'ইশা-২ রাক'আত পড়বে আর এ পড়াকেই কসর বলে।

কুরআন পঠিত, পড়া ও আবৃত্তি করা ধর্মীয় শিক্ষা সংগ্রহ ও (উত্তম) পঠনযোগ্য গ্রন্থ।

কুরবানী ত্যাগ, আল্ল-হ তা'আলার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশে নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট পশু যবাহ করাকে কুরবানী বলে।

কালিমা ঈমান বা বিশ্বাস।

ক্বিয়ামাত মহাপ্রলয়।

[illegible] মারা গেছে।

কলব হৃদয়।

কওম বংশধর, আত্মীয়, সম্প্রদায়, জাতি, শ্রেণী।

কিয়াস অনুমান করা।

কিয়াম দাঁড়ানো।

কাফেলা যাত্রীদল।

কাতিব লেখক।

কুতবখানা পুস্তকালয়, লাইব্রেরী।

কেরামত অলৌকিক ঘটনা।

কারবালা ঐতিহাসিক ঘটনার প্রসিদ্ধ স্থান।

কুফ্‌রী অবাধ্যতা, ঈমানের বিপরীত ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলোর অবিশ্বাস ও অস্বীকার করা।

কাফী যথেষ্ট।

কালাম বাণী, কথা।

কামিল পরিপূর্ণ।

ক্ববর সমাধী।

ক্বতল হত্যা করা।

ক্বদর ভাগ্য।

কাফফারা প্রায়শ্চিত্ত, ক্ষতি পূরণ।

খ

খাইর ভাল, উত্তম।

খালিফাহ্ প্রতিনিধি।

খুতবা বক্তৃতা।

খিয়ানত বিশ্বাসঘাতকতা, অসাধু।

খলিল অন্তরঙ্গ বন্ধু।

খিজাব রং।

খিদমত সেবা।

খারিজ বাহির।

খারিজী বহির্ভূত।

খাদিম সেবক।

খতমে নবুওয়াত নাবীত্বের নাবী হিসেবে দায়িত্ব লাভের সমাপ্তি।

খবীস কলুষিত। কোন নাপাক বা হারাম বস্তুক খাবীস বলা হয়।

খরায়িয আল্ল-হর নির্ধারিত ব্যবস্থা বা বখরা।

গ

গাফিল অবহেলা, অমনোযোগী।

গোসল সমস্ত শরীর ধোয়া, স্নান।

গোলাম দাস।

গানিমাত যুদ্ধক্ষেত্রে অর্জিত দ্রব্য।

গায়িব অদৃশ্য।

গুমরাহ পথভ্রষ্ট।

গীবত পরনিন্দা। কোন মানুষের অনুপস্থিতিতে তার সর্ম্পকে এমন কথা বলা যা শুনলে সে মনে কষ্ট পায় তাকেই বলা হয় গীবাত।

জ

জাহির প্রকাশ্য।

জামা'আত দল।

জাহিলিয়্যাত মূর্খতা।

জিহাদ পরিশ্রম, সাধনা, শক্তি ইত্যাদি। জান, মাল, সময়, ত্যাগ, বক্তৃতা ইত্যাদির মাধ্যমে আল্ল-হর পথে লড়াই করার কাজে নিজের সর্বশক্তি ব্যয় করাকে জিহাদ বলে।

জানাযা মৃত দেহ, জানাযার নামায।

জুমু'আহ একত্রিত হওয়া, সম্মিলিত হওয়া।

জাহান পৃথিবী।

জিয্‌য়া কর, ট্যাক্স, ইসলামিক রাষ্ট্রে এ কর অমুসলিমকে প্রদান করতে হয়।

Contents

ত

তাহ্ক্বীক্ব খোঁজ নেয়া, নিশ্চয়তা প্রতিপাদন, বিশ্বস্ত, নিশ্চিতরূপে অবগত হওয়া।

ত্বরীকাহ্ পথ।

ত্বালিব ছাত্র।

তাওবাহ অনুশোচনা, অনুতাপের সাথে পাপ পরিহার করে আল্ল-হর দিকে ফিরে আসা।

ত্বলাক ছেড়ে দেয়া, বন্ধন মুক্ত করা। স্ত্রীকে বিবাহ বন্ধন হতে মুক্ত করা।

তরজমা অর্থ অনুবাদ করা।

তাবিঈ যে ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করার পর কোন সহাবীকে স্বচক্ষে দেখছেন এবং ঈমানের সাথে মৃত্যুবরণ করেছেন তাকে তাবিঈ বলে।

তাবি-তাবিঈ যে ব্যক্তি ঈমান আনার কোন তাবিঈকে দেখেছেন এবং ঈমানের সাথে মৃত্যুবরণ করেছেন তাকে তাবি-তাবিঈ বলে।

তাওহীদ আল্ল-হর একত্ববাদ, স্রষ্টা, প্রতিপালক ও প্রভু সর্বশক্তিমান আল্ল-হ এক ও অদ্বিতীয়, তিনি তার সত্তায় ও গুণাবলীতে একক ও অনন্য এ মতবাদই তাওহীদ।

তাওয়াফ কা'বাকে কেন্দ্র করে প্রদক্ষিণ, ঘুরা।

তারাবীহ্ আরাম করা, বিশেষ করে রমাযান মাসে 'ইশার সলাতের পরের সুন্নাত বা নাফল সলাতকে বুঝানো হয়।

তারতীব সুশৃঙ্খল করা।

তারতীল যথারীতি।

তরক ছেড়ে দেয়া।

তরক্বী উন্নতি সাধন।

তাজিম সম্মান।

তালিম শিক্ষা, শিক্ষা দেয়া।

তরবিয়াত প্রশিক্ষণ।

তাফসীর ব্যাখ্যা করা, টিকা ভাষ্য।

তামাদ্দুন কৃষ্টি, সামাজিক জীবন, সামাজিকতা, সংস্কৃতি, সভ্যতা, নাগরিক আচার-আচরণ।

তানযিম সুশৃঙ্খলা বদ্ধ করা।

তাওফিক উপযোগী করা।

তাহলীল গুণগান করা, প্রশংসা করা।

তাওয়াক্কুল নির্ভর করা, ভরসা করা।

তাক্বওয়া বিরত থাকা, পরহেয করা। একমাত্র আল্ল-হর ভয়ে যাবতীয় অন্যায় কাজ থেকে নিজেকে বিরত রাখা।

তায়াম্মুম ইচ্ছা করা, পবিত্র মাটি দ্বারা পাক হওয়ার নিয়্যাতে মুখমণ্ডল ও উভয় হাত কনুইসহ মাসাহ্ (মোছা) করা।

তাওয়াক্কুল আল্ল-হর উপর ভরসা করা।

তাক্বলীদ অন্ধ অনুসরণ।

তামান্না কামনা, আকাঙ্ক্ষা।

তাবলীগ প্রচার করা, প্রচার।

দ

দীন ধর্ম, আদর্শ, মহান প্রভু আল্ল-হর ঐশী বিধান সম্বলিত জীবন ব্যবস্থাকে দীন বলে।

দাখিল প্রবেশকারী।

দুন্ইয়া বিশ্ব, পৃথিবী।

দলীল দলীল, প্রমাণ।

দাফন পুতিত, সমাধিস্থ।

দু'আ ডাকা বা চাওয়া। আদবের সাথে কাকুতি- মিনতিসহ আল্ল-হর কাছে চাওয়াকে দু'আ বলে।

দা'ওয়াত আহ্বান করা, আহ্বান।
দৌলত সম্পদ।
দীদার সাক্ষাৎ।

ন

নাযিল অবতীর্ণকারী, অবতীর্ণ।
নাযিম পরিচালক।
নাযাত মুক্তি।
নাজাসাত অপবিত্র।
নজর মানৎ, মানৎ করা।
নিসাব পরিমাণ, যাকাত ফারয হয় এমন পরিমাণ সম্পদ।
নিফাস সন্তান প্রসবের পর চল্লিশ দিনের সময়কালীন রক্ত।
নিফাক্ব মনে এক মুখে অন্য।
নাফস আত্মা।
নাফল অতিরিক্ত 'ইবাদাত।
নিকাব স্ত্রী লোকের মুখ ঢাকার পর্দা।
নকীব দলনেতা।
নিকাহ বিবাহ।
নূর আলো।
নিয়্যাত ইচ্ছা, মনে মনে সংকল্প করা।
নাত মুহাম্মাদ ﷺ-এর প্রশংসা, প্রশংসা।
নজীর দৃষ্টান্ত।
নাবী আল্ল-হর পক্ষ হতে সত্যস্বপ্ন অথবা ইলহাম অথবা মালায়িকাহ (ফেরেশতা) প্রেরণের মাধ্যমে যার প্রতি বিশেষ ধরনের ওয়াহী নাযিল হয়েছে এরূপ মনোনীত মহামানবকে নাবী বলে।
নাসীব ভাগ্য, নিয়তি, সম্ভাবনা, অংশ।
নি'আমাত কল্যাণ, মঙ্গল।

ফ

ফালসাফা দর্শন।
ফৌজ সৈন্য।
ফারয অপরিহার্য (আল্ল-হর হুকুম আহকামকে ফারয বলা হয়)
ফিকহ বিচারবুদ্ধি, জ্ঞান, মুসলিম শারী'আতের আইন।
ফাহিশা খারাপ, অত্যন্ত ঘৃণা কাজ।
ফাতাওয়া বিশদ বর্ণনা উক্ত সমাধান।
ফকীহ বুদ্ধিমান, অধিক বুদ্ধিমান, ফিকহ শাস্ত্রে যিনি বিশেষভাবে ব্যুৎপন্ন ও প্রজ্ঞা সম্পন্ন তাকে ফকীহ বলে, জ্ঞানী।
ফির্কা দল।
ফারিগ মুক্ত, অবসরকারী গ্রহণকারী, বিরত, অবকাশ প্রাপ্ত।
ফখর অহঙ্কার, গর্ব।
ফিতরা খোলা বা ভাঙ্গা। রমাযান মাসে ঈদের জামা'আতের আগে শারী'আতে নির্ধারিত অংশ দান করাকে ফিতরা বলে।
ফিতনা ফিতনা, অনিষ্ট, ক্ষতি, গণ্ডগোল, হাঙ্গামা, বিশ্বাসঘাতকতা।
ফালাহ কল্যাণ।
ফিতরাত স্বভাব।
ফুরকান ঐ বস্তু যা দ্বারা সত্য ও মিথ্যার মাঝে প্রভেদ প্রমাণিত হয়।
ফিরআউন অবাধ্য/প্রাচীন মিশরীয় বাদশাদের উপাধি।
ফিরদাউস বাগান, জান্নাতের বাগান।
ফাজর ভোর, ঊষাকাল, ফাজরের সলাত, আল্ল-হ তা'আলার প্রাতঃকাল করে দিয়েছেন।
ফিতনা ফিতনা।

ব

বাত্বিনী	গোপনীয়।
বান্দাহ	গোলাম, দাস।
বরাত	ভাগ্য।
বিদ'আত	ধর্মের নামে নবআবিষ্কার।
বিন	পুত্র।
বালা	দুর্দশা, বিপদ।

ম

মাসুম	নিষ্পাপ, রক্ষিত (হিফাযতকৃত)।
মুআল্লিম	শিক্ষক।
মুকিম	স্থায়ী বাসিন্দা, অবস্থানকারী।
মুনাজাত	প্রার্থনা করা, কানে কানে কথা বলা।
মুআযযিন	আযানদাতা।
মু'মিন	বিশ্বাসী (আল্ল-হর প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকারী)।
মিযান	দাঁড়িপাল্লা, নিক্তি, ওজন।
মিকাত	সময়, কাজ করার সময়, হাজ্জ বা 'উমরার ইহ্‌রাম বাঁধার সীমা।
মীলাদ	জন্ম, জন্মদিন, জন্ম দেয়ার বড় বা ছোট একটি অস্ত্র।
মুবাহ	বৈধ কাজ।
মুবাল্লিগ	ধর্ম প্রচারক।
মাজিদ	সম্মানিত।
মুহতাজ	মুখাপেক্ষী।
মুহার্‌রম	হিজরী সনের প্রথম মাস।
মুস্তাহাব	পছন্দনীয়।
মাযহাব	চলার পথ।
মুহাদ্দিস	হাদীস পাঠদানকারী, হাদীস বর্ণনাকারী।
মুফতী	ফাতাওয়াদানকারী।
মুসলিম	আত্মসমর্পণকারী, আল্লাহর রসূলের বিধি বিধানের নিকট আত্মসমর্পণকারী।
মাহরুম	বঞ্চিত, নিরাশ।
মাহফিল	সভা সমবেত হবার স্থান।
মাদরাসা	বিদ্যালয়, পাঠশালা।
মারহাবা	ধন্যবাদ, স্বাগতম।
মুরীদ	ইচ্ছুক, আকাঙ্ক্ষাকারী।
মুসতাকিম	সরল সোজা।
মুসলিম	মুসলমান, ইসলাম ধর্মাবলম্বী।
মিসওয়াক	দাঁতন, ব্রাশ।
মাশওয়ারা	পরামর্শ, পরামর্শ করা।
মুসল্লা	সলাতের নির্দিষ্ট স্থান, সলাতের স্থান।
মু'জিযা	অলৌকিক ঘটনা।
মওত	মৃত্যু।
মাসজিদ	আল্ল-হর ঘর, সিজদার স্থান।
মাকরূহ	নিন্দনীয়, অপছন্দনীয়।
মুজাদ্দিদ	সংস্কারক।
মিরাজ	ঊর্ধ্বগমন।

আল্ল-হ মহান রব্বুল 'আলামীনের হুকুমে রসূলুল্ল-হ ﷺ আল্ল-হর নৈকট্য লাভ ও অদৃশ্য জগতের অন্যান্য নিদর্শনসমূহ অবলোকন ও পর্যবেক্ষণের লক্ষ্যে ঊর্ধ্বগমনকে মিরাজ বলে।

মিল্লাত	জাতি, ধর্ম, বিশ্বাস, সম্প্রদায়।
মুয়ায্‌যিন	আহ্বানকারী।
মীরাস	উত্তরাধিকারী হওয়া, মৃত ব্যক্তি হতে তার জীবিত ওয়ারিসদের (অংশীদারদের) নিকট পরিত্যক্ত সম্পত্তির মালিকানা স্থানান্তরিত হওয়াকে মীরাস বলে।
মওজু	বানোয়াট।

মতন হাদীসের মূল উক্তির বা বাণীর শব্দমালাকে মতন বলে।

মুবারক বারাকাতময়।

মুত্তাফিকুন 'আলাইহি যে সব হাদীস একই সহাবী থেকে ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম উভয়ই বর্ণনা করেছেন সেসব হাদীসকে মুত্তাফিকুন বা ঐকমত্যে বর্ণিত হাদীস বলে।

মুজতাহিদ অনুসন্ধান ও গবেষণার মাধ্যমে যে বিজ্ঞ ও বিদ্বান ব্যক্তি কুরআন সুন্নাহ মুতাবিক ইসলামী শারী'আতের মাসআলাহ নির্ধারণ করেন তাকে মুজতাহিদ বলে।

মুত্তাক্বী যে সব লোক সব রকম অন্যায় ও অনাচার পরিহার করে কুরআন ও সুন্নাহ অনুযায়ী জীবন যাপনের মাধ্যমে আল্ল-হকে সর্বদা ভয় করে থাকেন তাকেই মুত্তাক্বী বলে।

মিম্বার দাঁড়ানোর উচ্চস্থান।

মুরতাদ ইসলাম ধর্মত্যাগ, ঈমানের কোন নীতিকে মৌখিকভাবে অস্বীকার করা অথবা ঈমানের পরিপন্থী কোন কাজ করাতে এটা প্রকাশ পায়।

য

যিনা ব্যভিচার, নারীধর্ষণ, পরস্পর বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ নয় এ রকম স্ত্রী-পুরুষের যৌন সঙ্গম।

যাকাত পবিত্র, পরিবৃদ্ধি, কোন জিনিসের উত্তম অংশ। ধন-সম্পদের যে নির্ধারিত অংশ শারী'আতের বিধান মুতাবিক আল্ল-হর পথে ব্যয় করা মানুষের উপর ফার্‌য করা হয়েছে তাকেই যাকাত বলে।

যিক্‌র স্মরণ করা। মনে প্রাণে মহান আল্ল-হর নাম স্মরণ করাকে যিক্‌র বলে।

যঈফ দুর্বল।

যিম্মা দায়িত্ব, নিরাপত্তা দান চুক্তি।

যালিম যালিম, অত্যাচারী।

র

রাযিআল্ল-হু আনহু একজন পুরুষ সহাবার নাম উল্লেখ করা হলে এটা বলতে হয়।

রাযিআল্ল-হু আনহা একজন মহিলা সহাবীর নাম উল্লেখ করা হলে বলতে হয়।

রাহিমাহুল্ল-হ আল্ল-হ রহম করুন কারো জন্য বলতে হয়।

রূহ জীবন শক্তি।

রুহানী আধ্যাত্মিক, আত্মিক।

রুকু মাথানত।

রুকন স্তম্ভ।

রজম পাথর নিক্ষেপ করে মারা।

রব প্রভু, প্রতিপালক

রহম দয়া, কৃপা।

রসূল বার্তাবাহক, প্রেরিত দূত। আল্ল-হর বিধিবিধান সৃষ্টির নিকট পৌঁছানোর লক্ষ্যে আল্ল-হ কর্তৃক মনোনীত ও প্রেরিত ব্যক্তিকে রসূল বলে।

রিয়া আল্ল-হর প্রতি একনিষ্ঠ না হয়ে লোক দেখানোর জন্য নেক কাজ করা।

রিসালাত সংবাদ বহন। আল্ল-হ তা'আলা পবিত্র বার্তা বা বাণী মানুষের কাছে পৌঁছে দেয়ার দায়িত্বই রিসালাত।

রাবী হাদীস বর্ণনাকারীকে রাবী বলে।

রিওয়ায়াত হাদীস বর্ণনা ধারাকে রিওয়ায়াত বলে।

রমাযান গ্রীষ্মের উত্তাপ। সারা মাসব্যাপী সিয়াম পালন করা ফার্‌য সে মাসকে রমাযান বলে।

ল

লেবাস পোশাক।

লা'নাত অভিশাপ।

লুবিয়া লুবিয়া, বরবটি।

লাইলাতুল ক্বদর বারাকাতময় রাত্রি।

শ

শির্ক — অংশস্থাপন, সত্তায় ও গুণাবলীতে আল্ল-হর কোন অংশীদার কল্পনা করলে বা কাউকে তার সমকক্ষ মনে করাকে শির্ক বলে।

শানে নুযূল — অবতীর্ণ হওয়ার অবস্থা, অবতীর্ণ হওয়ার কারণ।

শার'ঈ — আইন সম্মত।

শারী'আত — ইসলামী আইন কানুন।

শিফা — রোগমুক্তি।

শাফা'আত — সুপারিশ করা, মধ্যস্থতা করা।

শোকর — ধন্যবাদ, কৃতজ্ঞতা, অনুগ্রহ লাভের কারণে হৃদয়, মুখ বা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের দ্বারা কৃতজ্ঞতা প্রদান করাকে শোকর বলে।

শূরা — পরামর্শ।

শাইত্বন — অবাধ্য পিশাচ, শাইত্বন।

শাহীদ — ধর্মের পথে আত্মদানকারী।

শায়খ — ওস্তাজ, বৃদ্ধ।

শরীফ — সম্মানিত, অভিজাত।

স

সলাত — প্রার্থনা, নামায, দু'আ করা।

সুতরা — আড়াল।

সালাম — শান্তি, সালাম দেয়া।

সুন্নাহ — নীতি, আদর্শ, পথ, প্রথা।

সায়েম — রোযাদার।

সবুর — ধৈর্য।

সহাবী — সঙ্গী, সাথী। যারা ঈমানের অবস্থায় নাবী ﷺ-এর সাক্ষাৎ লাভ করেছেন এবং মু'মিন অবস্থায়ই ইন্তিকাল করেছেন তাদেরকে সহাবী বলা হয়।

মহাব্বাত — সহচর্য।

সহীহ — বিশুদ্ধ, খাঁটি।

সদাক্বাহ — দান।

সিদ্দীক — অধিক সত্যবাদী, অতীব সত্যবাদী।

সিরাত — রাস্তা।

সাগীর — ছোট।

সিফাত — গুণাবলী।

সূফী — সূফী।

সনদ — হাদীস বর্ণনাকারী রাবী পরস্পরকে সনদ বলে।

সলফে সলিহীন — নেককার পূর্বসুরীগণ।

সবর — ধৈর্য্য, দৃঢ়তা, বিরত থাকা ইত্যাদি। বিপদ-আপদে, দুঃখ-কষ্টে, বালা-মুসীবতে অবিচল চিত্তে সবকিছু আল্ল-হর উপর ন্যস্ত করে ধৈর্য ধারণ করাকে সবর বলে।

সিহাহ সিত্তাহ — ৬টি বিশুদ্ধ।

সূরাহ — নিদর্শন, চিহ্ন।

সিরাতুল মুস্তাকিম — সরল পথ।

সাজদাহ — মাথানত করা।

সত্তর — পর্দা, লজ্জাস্থান।

সলাতুল হাজাত — প্রয়োজন পূরণের সলাত।

সিয়াম বা সওম — বিরত থাকা। সুবহে সাদিক হতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত নিয়্যাত সহকারে পানাহার ও যৌনাচার থেকে বিরত থাকাকে সিয়াম বা সওম বলে।

হ

হাদীস — রসূল ﷺ-এর নবুওয়্যাতের জিন্দেগীতে যা করেছেন, বলেছেন ও সমর্থন করেছেন তাকেই হাদীস বলে।

হিজরত — দেশত্যাগ, ত্যাগ করা।

হিদায়াত — সৎপথ প্রদর্শন করা, সৎপথ পাওয়া।

হাদিয়া	উপঢৌকন।
হিলাল	নতুন চাঁদ।
হালাক	ধ্বংস।
হিম্মত	সাহস।
হায়বত	ভয়, আতঙ্ক, আকস্মিক ভীতি।
হাফিয	রক্ষক।
হায়িয	ঋতুবতী।
হাবিব	প্রেমিক।
হিজাব	পর্দা।
হাজ্জ	ইচ্ছা করা।
হাশর	জমায়েত করা।
হযরত	উপস্থিতি।
হাকিকত	বাস্তবতা, প্রকৃত, বস্তু।
হালাল	বৈধ।
হুজ্জাত	প্রমাণ, দলীল।
হাদিয়া	উপঢৌকন।
হারাম	নিষিদ্ধ, অবৈধ।
হুরূফ	অক্ষর, বর্ণ।
হাক্ব	সত্য, ন্যায়, অধিকারী।
হাক্কানী	ন্যায়পরায়ণ।
হলফ	শপথ।
হুকুমাত	রাষ্ট্র।
হাম্দ	প্রশংসা।
হাজরে আসওয়াদ	কালা পাথর।
হাদীসে কুদসী	রসূলুল্ল-হ ﷺ গোপন ওয়াহীরূপে প্রাপ্ত যেসব কথা বা নির্দেশ আল্ল-হ তা'আলার ভাষায় ও জবানীতে ব্যক্ত করতেন তা হাদীসে কুদসী নামে পরিচিত।
হিজরী	আরবী সন বা বর্ষ।

তথ্যসূত্র

১। তাফসীর ইবনু কাসীর, ২। বুখারী, ৩। মুসলিম, ৪। তিরমিযী, ৫। আবূ দাঊদ, ৬। মিশকাত, ৭। ইসলামী বিশ্বকোষ, ৮। 'আক্বীক্বাহ্ ও নাম রাখা- অধ্যাপক শাইখ হাফিয আইনুল বারী আলিয়াভী, ৯। ইসলামে নামকরণের পদ্ধতি- বাশীর বিন মুহাম্মাদ বিন আব্দুল হামীদ আল মা'সুমী, ১০। শিশুদের আধুনিক নাম- অধ্যাপক মাওলানা আতিকুর রহমান, ১১। ইসলামে শিশুদের আধুনিক নামকরণ- মাওলানা মোঃ ফজলুর রহমান আশরাফী, ১২। মাসায়েলে কুরবানী ও আক্বীক্বাহ্- ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল গালিব, ১৩। নূরুল ঈমান- মাওলানা আব্বাস আলী মুরশিদাবাদী, ১৪। দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম- ইসলামী ফাউন্ডেশন, ১৫। পরিবার ও পারিবারিক জীবনে- মাওলানা আব্দুর রহীম, ১৬। আরবী-বাংলা অভিধান- বাংলা একাডেমী, ১৭। ইসলামের আলোকে জীবন বিধান- মুহাম্মদ আবুল হোসেন, ১৮। তাকভিয়াতুল ঈমান- আল্লামা ইসমাঈল শহীদ, ১৯। অপসংস্কৃতির বিভীষিকা- জহুরী, ২০। ইসলামের পারিবারিক জীবন- আব্দুস শহীদ নাসিম, ২১। তায্বীদে রাহমানী বা ইসলামী বিবাহ পদ্ধতি- শাইখ আহমাদুল্লাহ রাহমানী নাসিরাবাদী, ২২। সহজ বাংলা অভিধান- বাংলা একাডেমী, ২৩। আহলে হাদীস দর্পণ (বুলেটিন), ২৪। 'আক্বীক্বাহ্ ও ইসলামী আনকমন নাম- হাফিয হুসাইন বিন সোহরাব।